ডলিকে

পত্রসূচী

ধর্মদা আর কতদূর

এই কবির অন্যান্য কবিতার বই

ধূলিমুঠি সোনা/১৯৫৬

মাথার কাছে চিতোর দুর্গ পায়ের কাছে লালকেল্লা

আমার মাথার কাছে চিতোর দুর্গ পায়ের কাছে লালকেল্লা
মাঝখানে আমি আমার বারোমেসে দুঃখ নিয়ে পড়ে আছি
আমার বুকের ওপর গ্রাম বাদুড়িয়ার হাপিত্যেশ কাক
অনেকদূর অব্দি শীতলক্ষ্যার জল খুঁজে খুঁজে
কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলে উড়ে পালায়
আমার মাথার কাছে চিতোর দুর্গ পায়ের কাছে লালকেল্লা

এর চেয়ে বরং নিজস্ব ক্ষতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে
কান্না ছিল ঢের ভালো
কোথায় পৃথিবীর তৃতীয় সন্তান অনিদ্রার বালি ফুঁড়ে
নিয়ে এসো প্রত্যাশার জল
এখন শব্দ আর মাটি ছুঁয়ে দাপিয়ে বেড়ায় বাঁকাচোরা সময়
এ সময়ে হাঁ করলেই পিপাসা আলজিব ছুঁয়ে যায়
এ সময়ে চোখ খুললেই বেসরম অহংকার
এলোপাথারি ছড়িয়ে পড়ে বেদনার গম্বুজগুলির ওপর
হা রে কবে যেন আমি লুকিয়ে কৈশোর ফসকে
পালিয়ে এসেছিলুম ভালোবাসার কাছে
রাণুদি তুমি তো রাগ করে বলতে—তুই মরলে
তোর বুকে অঢেল ধান আর বজরা ফলবে
আমার বুকে তোমার সেই ধান আর বজরা ফলতে
আর কত দেরি রাণুদি
আমার রোমকূপে যে সারিবন্ধ উটের পায়ের ছাপ
ঘন হয়ে এলো
দ্যাখো আমার মাথার কাছে চিতোর দুর্গ
পায়ের কাছে লালকেল্লা
আর আমার বুকের ওপর গ্রাম বাদুড়িয়ার হাপিত্যেশ কাক
কবে তুমি আমার সারবন্দী ক্ষতের ধার পুঁতে দিয়ে যাবে
গ্রামদখলের সবুজ রুমাল

পরিচ্ছন্ন কতটা পরিচ্ছন্ন

হাসপাতালের বিবর্ণ পরিচর্যার মতো
এই ধোপদুরস্ত আকাশ আমার
ভালো লাগেনা রাতদিন এই হৃদয়হীন খ্যাপা মন্তর
খালি ভালো হও ভালো হও ভালো হও
কী আর ভালো হবো আমি কতটা ভালো
আপাদমস্তক ব্যর্থতায় আমি মাঝে মাঝে
বেঁকে দাঁড়াই মনের দিকে কখনোবা বনের দিকে
যেতে যেতে পিছু হটি চোখের ওপর শুঁড় নাবিয়ে
দাপিয়ে বেড়ায় কয়েক হাজার বন্যাপীড়িত আরশুলো
এ বছর মাঠের ধান
সব মাঠেই থেকে গেছে নদীর ধারে তাকানো যায় না
শুধু লাল দগদগে করমচার জটলা আর ছোপছাপ
রোদকুয়াশার স্মৃতিকথা
কার যেন তরল ছায়া শুকিয়ে যাচ্ছে বুকের দুদিকে
মনের ভেতর চন্দনকাঠের নৌকো চলে না হাজার বছর

ফিনাইল ডেটল আর ভালোমন্দ অ্যান্টিবায়োটিকস্
এইসব পুঁজিপাটা যাকে লোকে বেঁচে থাকা বলে
কিংবা সংক্ষেপে জীবন
মানে নাকেমুখে ভাঁজকরা রুমাল ইত্যাদি ফাঁকে ও ফোকটে
শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখবার জোরালো বিজ্ঞাপন পড়ছে
ইদানীং নোনাধরা দেয়ালে দেয়ালে
খালি পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছন্ন
কী আর পরিচ্ছন্ন হবো আমি কতটা পরিচ্ছন্ন
প্রতিদিনই দাড়ি বাড়ছে ইচ্ছেমতো ব্লেডের দাম
হাসপাতালের বেড এবং শরীরের উপদ্রুত
স্থানীয় এলাকা

যে যার ক্রুশ পিঠে নিয়ে

আমরা যে যার ক্রুশ পিঠে নিয়ে মূর্খতম পাহাড়ে চলেছি
আমরা যে যার ক্রুশ পিঠে নিয়ে
দীর্ঘতম অন্ধকারে নেমে চলে যাচ্ছি
এত অন্ধকার সব ভালো নয়   মুখভর্তি যন্ত্রণার ব্রণগুলো
আমরা লুকোতে চাই গাঢ়তম রঙের চিৎকারে
পুরাতন ক্ষতগুলো আমরা বিকোতে চাই দীর্ঘতম ক্রোধের সড়কে
আমাদের গোপনতা চুরি করে ছিঁড়ে দেয় দেবতার শিরাওঠা হাত
শ' কয়েক সার্চলাইটে কে বা কারা দেখে নিল
আমাদের করুণ বিকৃত মুখগুলো

আমরা সবাই ঘৃণ্য অপরাধী
কারণ আমরা কোন অপরাধ কখনো করিনি
আমরা সবাই জন্ম-প্রতারক
কারণ আমরা এই পৃথিবীকে ভালোবেসেছিলুম একদা
অতএব আমাদের মৃত্যুদণ্ড হওয়া চাই
কারণ আমরা আর সকলের নগ্নতায়
অট্টহাস্যে হেসে উঠেছিলুম রাস্তায়

হয়তো এটাই ঠিক স্বাভাবিক সর্পিল নিয়ম
হাঁটু ভেঙে ন্যুব্জপিঠে জগতে যে যার ক্রুশ
বয়ে নিয়ে যেতে হয়   জন্ম থেকে জন্মের বিষাদে
অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকার পিচ্ছিল সিঁড়িতে
পৃথিবীর ১ ২ ৩ ৪ ভেঙে পড়া পাপের গম্বুজগুলি
আমাদের বয়ে নিয়ে যেতে হয়
শ' কয়েক সার্চলাইট আলোর ভিতরে
আমরা যে যার ক্রুশ পিঠে নিয়ে মূর্খতম পাহাড়ে চলেছি
আমরা যে যার ক্রুশ পিঠে নিয়ে
দীর্ঘতম অন্ধকারে নেমে যাচ্ছি   নেমে চলে যাচ্ছি

কলম্বাসের ম্যাজিক কম্পাস

সবাই আমার বুকের ওপর হাত রাখো
আমি বলে দিতে পারি আঙুলের ভেতর লুকোনো নখ
কার কতটা ময়লা বলে দিতে পারি
কার চোখের ভেতর কচ্ছপের মতো পিঠ চাগিয়ে উঠেছে
পুরু শ্যাওলার কতটা সবুজ অন্ধকার

মায়ের তুলসীমঞ্চে রোজ বেলা দশটায় আমার চোখের সামনে
পেচ্ছাপ করে দিয়ে যায় একটা হাঘরে কুকুর
ক্রোধে গজরাতে থাকে আমার প্রতিটি রোমকূপ
আমি ঈশ্বরকে ডেকে বলি ঈশ্বর
বিনামূল্যে আমি সারিয়ে দিতে পারি
তোমার সর্বাঙ্গের মূল্যবান ক্যান্সার
তুমি আকাশটাকে শুধু আকাশ পৃথিবীকে শুধু পৃথিবী করো

বিকেল না হতেই বুকের লাল বোতাম গড়িয়ে যায়
তালবাঁধের বিপদসীমার ধারে
তখন বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের ওপর ঘুরে ঘুরে পড়ে
বাঁশগাছের ধারালো শুকনো পাতা
উত্তরদিকের শীতকাতুরে বন থেকে
কোন এক সময় উড়ে আসে ছেলেবেলার সেই পতাকারঙের
সহজ সরল পাখিরা

এখন কাউকে কিছু বলার নেই
সবাই জেনে গেছি যে যার হাঁড়ির খবর
সবাই আমার বুকের ওপর হাত রাখো
আমি বলে দিতে পারি
কার হাতে মরা ঘাস/মৌন আমলকী কার হাতে

আমি বিড়াল ভালোবাসি না

আমি বিড়াল ভালোবাসি
না আমি বিড়াল ভালোবাসি
না বিড়াল না অন্ধকার

হাওয়ার ধনুকে তীর চড়িয়ে ছুটে বেড়ায় দক্ষিণের ঝড়
পিন-ফোটানো বৃষ্টিতে ভালোবাসার খেই-হারানো রোদ্দুরে
মিছিল ড্রইংরুমে নগ্ন দেবীমূর্তি মনুমেন্ট
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল…
সমস্ত শিল্পের ভেতরে নরম উত্তাপ খুঁজে বেড়ায় তুমি জানো
মানে বেশ ভালোভাবেই জানো একটা শীতকাতুরে হরিণ

দু থাবায় হাঁটু আঁকড়ে ঘুমোয় তোমার লোমশ বিড়াল
আর হাওয়ার ধনুকে তীর চড়িয়ে ছুটে বেড়ায় দক্ষিণের ঝড়
ভালোবাসা নরম উত্তাপ এবং ঘরবন্দী অন্ধকার
হাতের কাছে যা কিছু অসহিষ্ণুতা
এবং অতর্কিত শীতল বিষয়
ভাঁজখোলা বিছানার চাদর কিংবা নিশ্বাসের মেঘ
সব তুমি বুকে টেনে নাও সূচীভেদ্য স্বার্থপরতায়
আজকাল কেউ লক্ষ্য করে না কাগজে দস্তখত করতে গেলেই
বিশ্রীভাবে কালি চুপসে যায়
হাত বাড়ালে আঙুলের ডগা বেয়ে
একটা লোমশ বিড়াল উঠে আসে আর বিছানার ভাঁজখোলা অন্ধকার
তার নখে আত্মসমর্পণের আগে ভেবে পাই না
এশিয়ায় সূর্যোদয় এত লাল কেন
আমি বিড়াল ভালোবাসি
না আমি বিড়াল ভালোবাসি
না বিড়াল না অন্ধকার

জাহান্নমে যাওয়ার আগে

সে রাতে কখন যেন হাহা করে বৃষ্টি হয়েছিল

আমার বাড়ি ফেরার পথের ধারে হাফ-ডজন মস্তান
নুলো একটা হাঘরে মেয়ের সাথে শুয়ে শুয়ে
ঝগড়া করছিল ফুটপাত ভাগাভাগি নিয়ে
জলে ভাসমান ফুটপাতে আগুন এবং বৃষ্টি যুগপৎ জ্বলে
জ্বলে   আগুন জ্বলে আগুনের ভিতর
পড়ে   বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টির ভিতর
ক্ষুধায় খরায় আর গালমন্দ-খাওয়া ভাঙা তোবড়ানো গালের ওপর

এবং বড়ো ধরনের জাহান্নমে যাওয়ার আগে
ও রকম বৃষ্টি পড়ে
যে কোন খুন কালোয়াতি এবং অগ্নি-ঘটনার পর
বৃষ্টি পড়ে
যিশুকে খুন করার পর বৃষ্টি পড়েছিল
এবং বড়ো ধরনের জাহান্নমে যাওয়ার আগে
পড়ে   বৃষ্টি পড়ে

যিশুকে খুন করার পর পৃথিবী বহুবার জাহান্নমে গেছে
এবং বহুবার যাবে
পৃথিবীতে বৃষ্টি হবে   আরো বহুদিন বৃষ্টি হবে

আজ বিকেলে কিন্তু ঝড়বৃষ্টি হবে

স্মৃতিগম্বুজের মাথায় যখন সূর্য উঠে এসে হাত বাড়ায়
তুমি তোমার অহংকারী ছায়া দুলিয়ে দাও
গোদাবরীর জলে
বুকের সমান্তরালে দাঁড়াও তুমি এবং তোমার বিপরীত চরিত্র
আশ্চর্য তোমার একটুও ভয়ডর নেই চোখের কোণ থেকে
স্মৃতিগম্বুজের চূড়োর গা বাঁচিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে চলে যায়
ভরদুপুরের তেজস্বী পুরুষ
তোমার ভরন্ত শরীরে তিরতিরিয়ে ছোটে তৃষ্ণাকাতর নদী
ভালোবাসা এভাবে তুমি ব্রিজের রেলিঙে গা হেলিয়ে
দাঁড়িয়ে থেকোনা এই বিপদ-আপদের মুহূর্তে

দ্যাখো অনিচ্ছুক মাফলারের তলায় আমার ভাঙাগলা
চিৎকার করতে চাইলেও বড়ো নিঃস্ব হয়ে যেতে হয়
অস্ত্রত্যাগের মুহূর্তে
জল মাড়িয়ে চলে যেতে যেতে হঠাৎ মনে হয়
কে যেন পেছনে থেকে গেল অথচ সঙ্গে ছিল
এতদিন গোপন শত্রুর মতো যার
সঙ্গে থাকার কথা ছিল
নিজস্ব তৈজসপত্র এবং পার্থিব দুঃখ বিষাদ ইত্যাদি
সব বিলিবিতরণ করেও বুকখালি হয়না বন্যায়
পেছনে রাস্তার বাঁকে বকুলশাখা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে
মেঘডম্বরু ভালোবাসা বিশ্বাস করো
বন্ধুর শবযাত্রায় নিজেকে ভীষণ অসহায়
এবং গৃহহীন মনে হয়

স্মৃতিগম্বুজের আড়াল থেকে মাথা হেলিয়ে আলিপুর
পানের পিচ ফেলে হেসে ওঠে কী হে আলো থাকতে থাকতে
বাড়ি ফিরতে পারবে তো আজ বিকেলে কিন্তু ঝড়বৃষ্টি হবে

ভাঙা আয়নায় অনেক মুখের রেখা

১

এখন অনেক দুঃখী অনাহারে মারা যাচ্ছে ভারতবর্ষে
এখন ভিখিরিকে আমি একফোঁটাও চোখের জল
ভিক্ষে দেবোনা

২

এখন পৃথিবীতে শুধু মৃতদের সনাক্ত করা হচ্ছে বেছে বেছে
এখন আমি স্থানীয় স্টুডিয়োতে
আমার কোন ছবি তোলাবোনা

৩

এখন রাস্তা দিয়ে সানগ্লাসে হাজার হাজার মানুষ হেঁটে যাচ্ছে
এখন আমি ঘরে আলো জ্বালবোনা

৪

এখন আকাশ থেকে বোশেখ এবং ঘুণকুচি রোদ্দুর
অভিষেকে গলে গলে পড়ছে
বালির বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকবো
আমি এখন বোতাম এঁটে বিশাখাপত্তনমে যাবোনা

৫

এখন আমার মেয়ে আলোবাতাসের গ্রন্থী খুলে
ধাইপাই বড় হয়ে উঠছে
এখন আমি আর ধারালো ব্লেডে দাড়ি কামাবোনা

৬

এখন পৃথিবীর ঘরে ঘরে পাপ গ্রহণজনিত এবং
মানুষের ভিতরে রক্তদুষ্টি পিতৃদেবতার
এখন আমি জামা খুলে
কোন নদীতে নাইতে নামবোনা

আমার ভারতীয় চামড়ার ভেতর

ভালোবাসতে গেলেই বারান্দায় টান পড়ে   ঘর থেকে
বেরোতে গেলেই সাবান-মাখানো মমতা   দিনকাল বড়ো খারাপ
হাত বাড়াতে গেলেই আঙুলে চোট লাগে অন্ধকারে
চোখ খুলতে গেলেই সর্বনাশ

চারদিকে টানাটানির সংসার   জন্ম থেকে
শুধু অভিযোগ লিখতে লিখতেই কলমের কালি ফুরিয়ে এলো
নায়িকার নামে বুকে হাত দিয়ে শপথ করলেও কেউ তার
লজ্জাপীড়িত দেশলাই এগিয়ে দেয় না বিশ্বাস করে
বাসের পাদানিতে একটি পা রেখে বাকিটুকু
মানবতার নামে উৎসর্গ করি   কেউ খবর রাখে না

পৃথিবীর জন্যে রোজ শোবার আগেই এভাবেই
ঘর খালি করে দিতে হয়   আর কীভাবেই বা ভালোবাসবো
কীভাবেই বা নিজেকে ঠুকরে ঠুকরে ধুনো জ্বালবো
আমার তেত্রিশ কোটি রোমকূপে
মানুষে ঈশ্বরে টানাটানিতে ফেঁসে যায় বত্রিশ ইঞ্চি বুকের পাটা
কোথাও মাথা গুঁজবার ঠাঁই থাকে না   রাতদুপুরে
হাত বাড়াতে গেলেই আঙুলের ডগায় ফিনকি মেরে
রক্ত ছোটে   চোখ
খুলতে গেলেই সর্বনাশ
আমি আর কতকাল এভাবে ডালচচ্চড়ি দিয়ে নিজেকে
পুষে রাখবো আমার এই কোঁচকানো তোবড়ানো
ভারতীয় চামড়ার ভেতর

পুনর্জন্মের জন্যে

ফুটপাতে আগুনের ভিতর পা গুলিয়ে বসে আছো কারা তোমরা
আমি তোমাদের কাছে ১৯৭১ বন্ধক রাখছি
আমাকে একটু আগুন দেবে

রাত বারোটায় প্রতিটি ট্রাফিক সিগন্যালের আলো নিভে যায়
তার মানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা
মৃতদেহের ওপর দিয়ে দলভাঙা ক্ষুধার্ত পিঁপড়েদের সুখানুসন্ধান
শীতল সাইরেনের নিচে সব পথই তো উত্তাল বান্ধবী
অর্থাৎ রক্তের ভিতর কিছু বিশুদ্ধ আমলকী বৃক্ষ
যার ছাইচাপা দুঃখের সীমানায় আমাদের আর কোনো গত্যন্তর নেই

মনে পড়ে আমি একটি নদীর মৃত্যুতে ভীষণ বিচলিত হয়েছিলুম
আমার নাড়ির ভিতর দিয়ে একটি শীতল দীর্ঘশ্বাস সেই থেকে
নিরুদ্দেশ বয়ে চলেছে
তার মানে একটি স্বয়ংশাসিত শব্দ
নোনাধরা ভিজে স্যাঁতসেতে কবরে কয়েক হাজার বছরের নির্বোধ মৃতদেহ

রাত বারোটায় প্রতিটি ট্রাফিক সিগন্যালের আলো নিবে যায়
অন্ধকারের স্বাধীনতায় যে কোন বাউন্ডুলে রাস্তায় ছুটে যাই
দূরদর্শী উটের মতো
ফুটপাতে আগুনের ভিতর পা গলিয়ে বসে আছো কারা তোমরা
আমাকে একটু বিশুদ্ধ আগুন দেবে
একটা শব্দ সেঁকে নেবার মতো যথেষ্ট বিশ্বস্ততা
ইদানীং আমাদের রক্ত ভীষণ জলো
গড়িয়ে যায় যেদিকে খুশি
পবিত্র কিশোরীর মতো এখন যথার্থ আগুন চাই আমার পুনর্জন্মের জন্যে

ক্রাচে ভর দিয়ে ল্যাংড়া খলিল

জামির বনের প্রতিটি অহংকারী সকাল উরু ভেঙে
মাঝরাত্তিরে ফিরে আসে   ক্রাচে ভর দিয়ে
ল্যাংড়া খলিলের মতো দরজায় হেলান দিয়ে
কেমন কপিশ চোখে মেঘ ডাকে—ছাতা সারাবেন

কথা ছিল অন্ধকার কুয়ো থেকে উঠে আসবে অহংকারের রথ
সারাবছর এলোকেশী কলকাতার রাস্তাঘাট খোঁড়াখুঁড়ি চলে
ভূমিদখলের টানাটানিতে ছিঁড়ে যায় ভালোবাসার আঁচল
চমশার লেন্স দুটোয় শ্রীহীন একজোড়া মাছি
হাঁটু গেড়ে বসে থাকে সকালদুপুর

কবে কোথায় রাণুদির ব্রোঞ্জের লকেট আর আমার
স্বদেশের ছবি
আমার মানিব্যাগ সমেত পকেটমার হয়ে গিয়েছিল
মনে পড়ে
কবে যেন নিঃস্ব হয়ে নদীর দিকে ঘাসফুলের বনে
রুমালে মাথা দিয়ে শুয়েছিলুম
ফিরে গিয়ে সেই নদীকে আর কোথাও খুঁজে পাইনি

আকাশে মেঘ জমলেই ল্যাংড়া খলিল
ক্রাচে ভর দিয়ে চলে আসে
দরজায় হেলান দিয়ে কেমন কপিশ চোখে মেঘ ডাকে—
ছাতা সারাবেন

আমি কি এখনো চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকবো

কোথাও মুখ ঢাকবার জন্যে দু'চার ইঞ্চি আকাশ ফাঁক থাকেনা
কিংবা কোন নষ্ট ভালোবাসার কোঁচকানো স্মৃতি
বুকের পেরেকগুলোয় ভীষণ ব্যথা লাগে আজকাল
আমার গায়ের ছেঁড়া কম্বল ঝুলিয়ে রাখবো কোন্ লেবুগাছের ডালে

এক বিশাল জ্যোৎস্নার ভিতর দাঁড়িয়ে আমার ভীষণ কান্না পায়
আমি এত নির্জন কোনদিন ছিলুম না হে
এবং নিঃস্ব…
পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের হাঁটুতে কী ভয়ানক ক্ষতচিহ্ন
এমন হাহা জ্যোৎস্নায় রাণুদির মুখ মনে পড়ে
প্রতিশ্রুতি ভেঙে সে আমাদের প্রতীক্ষায়
আর কোনদিন ফিরে আসবেনা

প্রার্থনার ঘন্টা বাজলে ভিক্ষের মুহূর্ত এগিয়ে আসে
এখন ঝড়ের সময় নয়
তবু দেখি পৃথিবীর গাছগুলো আকাশের নিচে
অভ্যেসমতো যথেষ্ট নত হয়ে পড়ে
নোনতা ছায়াগুলো উড়িয়ে নিয়ে যায় শুকনো হাওয়ায়
আদুল মাঠের হাহাকারের মতো
রাণুদি একদিন আমাকে চোখ বন্ধ রাখতে বলে
অতর্কিত জ্যোৎস্নায় জ্যোৎস্না হয়ে হারিয়ে গিয়েছিল
রাণুদি আমি কি এখনও চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকবো
জলদস্যুর মতো এই অহংকারী জ্যোৎস্নায়

না ভাসমান মেঘে না বুনোফুলের চিৎকারে

ছবিতে যাবার আগে তোমার মাথার টুপি এবং পায়ের মোজা
ঠিক আছে কিনা একবার দেখে নিতে হয়েছিল
নোংরা নখে তোমাকে সংগ্রহ করতে হয়েছে আস্বাদমতো
মেঘের ভাসমান নূন আর বুনোফুলের চিৎকার
টুরিস্ট বাংলোর বাগানে
বুড়ো মালীর ছেঁড়া কম্বল সাপের খোলসের মতো
করমচা ভাছের ডালে ঝুলে থাকে সারা সকাল
ভয়ে কেউ রোদ্দুরে গা দিয়ে হাঁটিনা
তোমার ছবিতে যাবার কথা ছিল গরম মোজা এবং
শোলার টুপি মাথায়…

পুরোনো কেল্লায় নোনা ধরলে তোমার জামায় নতুন বোতাম
দশ এগারো বারো
না আজকাল সবাই তেরো গুণতে ভয় পায়
বিশ্বাস করো আমরা আর কেউ হারমোনিয়াম গলায়
বন্যাত্রাণে কোরাস গাইবো না
দর্জির দোকানে ঢুকে তাড়াঘাড়ি কোমরের ঘেরটা বড়ো করে নিতে হয়
তোমাকে ছবি থেকে উলঙ্গ নেমে আসতে হয় ভর সন্ধ্যেবেলা
যখন স্নানের জন্যে গ্রাম্য পুকুরে এক হাঁটুও জল থাকে না

এক হাঁটুও জল থাকে না
না ভাসমান মেঘে
না বুনো ফুলের চিৎকারে

রবার স্ট্যাম্পের কালি

তুমি স্বর্ণমুদ্রায় দাঁড়ালে আমার কৈশোর জলের মতো ভেঙে পড়তো
দেশলাইর তূণে একটি তীরও অবশিষ্ট থাকতো না
শত্রুপক্ষের নামে
বাসের টিকিট আর সিগারেটের খালি প্যাকেট কুড়িয়ে
বেলা কেটেছে যক্ষ্মাবেড়ের লোভে কেউ জানে না
কেউ জানে না

তোমার পাথরের চোখ থেকে জল পড়লে
হেলে পড়তো আকাশ
এখন আর জল পড়ে না পাতা নড়ে না মেঘ ডাকে না
স্টোভে ভালোবাসা চাপিয়ে কে কোথায় ঘুমিয়ে পড়েছে
এত রাত্তিরে হঠাৎ পোড়া মাংসের গন্ধে
ভীষণ বিচলিত বোধ করি

ফুলদানিতে হতকুচ্ছিৎ পাপড়িগুলোর মতো
দিন দিন কেমন ফুলস্কেপ হয়ে যাচ্ছি
কলকাতা হা রে কলকাতা
কোন মেয়ের হাতেই একরত্তি সময় বাড়তি থাকে না
ভালোবাসার জন্যে
কিংবা রবার স্ট্যাম্পের কালি···
চারদিকে রাস্তা খোঁড়া হয়ে গেলেও জানা যায় না
কার হাতে ভালোবাসা মৌন আমলকী কার হাতে
তবুও সান্তবনা
কালা আইবুড়ো মেয়েরা সব
ভীষণ তারিফ করে আমার কবিতা আর কবিতাপাঠের

ব্রেকডাউন বাসে

তুমি ঘৃতকুমারী পাতায় আমাকে দু'চোখের জল
ভিক্ষে দেবে বলেছিলে
শেয়ালের চোখে তুমি পুষে রেখেছিলে ভয়
রক্তাক্ত কাদায় তুমি বসিয়ে দেবে বলেছিলে
শ্বেতগোলাপের চারা

আমি ব্রেকডাউন বাসে টিকিট কেটে
ওয়ার্ল্ড-ট্যুরে বেরিয়ে পড়েছি পকেট ফুটো
নিজের দুঃখের ওপর বসে আছি নিজস্ব চামড়ার ওপর
দ্যাখো আমার লোমশ শরীরের কোথাও
ঈশ্বরের ছেঁড়া বর্ষাতি নেই
আজকাল প্রতিবেশীর লাজুক খচ্চরটারও খবর
রাখিনা বড় একটা
পটলডাঙার ছাপাখানার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে
কয়েকটা কোপীনহীন শকুন
অপ্রস্তুত ঠোঁটে জায়গা দখলের লড়াই

ঘৃতকুমারী পাতায় চোখের জল নিয়ে রাণুদি এলে
নিজস্ব দুঃখের ভেতর
হাটবাজার পোল বাসগুমটি সব পাগল হয়ে ছোটে

কণ্ডাক্টার এ টিকিটে কি জয়দেবের মেলায়
যাওয়া যাবে না

একটি ধানের শীষ এবং একফোঁটা শিশির

গাঢ় নীল দিগন্তে একফোঁটা চোখের জলের মতো
দাঁড়িয়ে আছে আমার মা
ধঞ্চেপাতা সুনিবিড় আত্মদানের অশ্রু
আমার শিকড়ে শিকড়ে দুধের ধারা ঢেলে দিয়ে
হলুদ পাতার মতো মাটিতে মাটি বাতাসে বাতাস

আমি জন্মান্ধের মতো হাতড়িয়ে খুঁজি আমার শৈশবকে
ছিপছিপে একটি নদী···জ্যোৎস্নায় দুধের ধারা
নম্রনীল আকাশ এবং মিহিন্ ঘুমপাড়ানি

নতুন ধানের ক্ষীরে আমার মা জেগে আছেন
পৃথিবীর কোমলতম গলায় শুনবো আমার ডাকনাম
ক্যাক্টাসের দিগন্ত পেরিয়ে
আমি জন্মান্ধের মতো হাতড়িয়ে খুঁজি
একটি ধানের শীষ এবং একফোঁটা শিশির

মৌলিক তৃষ্ণা

তুমি নতজানু হয়ে জীবন প্রার্থনা করেছিলে
আকণ্ঠ গভীর জলের ভেতর
(লাইন দুটো লেখার পর আমার ভীষণ হাসি পেল
কারণ বিজ্ঞান বলে জলের আরেক নাম জীবন)
জলেও আকাশ ভাসে আকাশও সাঁতার জানে নাকি
অথবা বিশাল একটি 'O'-র মধ্যে আমরা
নিরালম্ব গেরস্তালি পেতে
ভীষণ একান্তে বসে আছি

বন্ধুর হৃদয় ঘুরে বুকপকেটে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে
ক্লান্ত কুয়াশার মতো আলুথালু ফিরে আসি
কেউ তোমার ঠিকানা দেয়না
আমের বউলে রৌদ্রে হিংশোকে গোধূলি পূর্ণিমায়
তোমার দায়িত্ব ছিল হৃদয়কে সুকঠিন শাসন করবার
আমার ঘরের মধ্যে ঘাতকের মতো ধোঁয়া আর
কুয়াশার মেঘ কী নৃশংস হাঁটে
কারণ আমি স্বরচিত কবিতায় বসন্তের সারাদিন
এক রহস্যময় অরণ্যের পাতা জড়ো করে
জ্যোৎস্নায় আগুন জেলে স্বশরীর পোড়ার গন্ধে
দুচোখ ঢেকে হা হা করে হেসে উঠেছিলাম

হঠাৎ বুকের ভেতরে শিশিরের শব্দে
আমি রাত বারোটায় চমকে উঠি
রান্নাঘর থেকে একটি রহস্যময় বিড়াল
কালকের সকালটাকে মুখে নিয়ে ঊর্ধশ্বাসে ছুটে পালায়
আমি ঘাতকের মতো অসহায় নিজের মুখোমুখি দাঁড়াই

মৌলিক তৃষ্ণায় তুমি রাতধোয়া জলের সন্ধানে
বহুদূর ভাসমান পুষ্করিণীর কাছে প্রতিশ্রুত ছিলে
অথচ বিজ্ঞান বলে জলের আরেক নাম জীবন

ঘরের বিষয় ঘর

ঘরের বিষয় ঘর নীলাভে ঈথারে প্রতিষ্ঠিত
দৃশ্যত প্রাসাদোপম
স্বেচ্ছাচারী তুই তার ধর্ষিত গোলাপ
নিরীহ শব্দের বুকে পদতল সহজ বিকৃতি
এবং মুদ্রার হাটে নিষিদ্ধ ফুলের মাংস
বেনামী দোকান

তোমার দ্বিতীয় স্তর প্রসারিত নীলে ও সবুজে
করকোষ্ঠী চিরে চিরে প্রসারিত জাতীয় সড়ক
শহরের স্মরণীয় মাতালের বিষয়ের কাছে
অনেক বিখ্যাত ছায়া চরিত্রহননে দ্রুত বিক্রি হয়ে যায়

অনেক তরুণ শব্দ ব্যবহৃত ব্যর্থ কবিতায় নষ্ট হয়ে যায়
ধূসর শহরে দাঙ্গা গার্হস্থ্য ভূগোল থেকে অরণ্যপদবী
রুপোর কৌটোয় থাক ঈথার থাকে না করতলে
চিরকাল কবিতায় বৈকালিক চালাকি অচল

অবশ্য শোবার ঘরে রাখিস সন্তুষ্ট বট
এবং গোড়ায় বাসিজল
ছায়ার প্রাসাদে দ্যাখ ঘরের বিষয় ঘর
দৃশ্যত প্রাসাদোপম
বাহিরে ব্যাখ্যায়
নিমগ্ন দেবদারু পুড়ছে উন্নাসিক সিংহের জ্বলন্ত কেশরে

যিশু ভগবানকে ঘিরে

সরল বৃষ্টিতে   অপ্রস্তুত   আমি ভীষণ রকমের অপ্রস্তুত
আমার পুরনো ক্ষতগুলোর মুখ ঘুরিয়ে ধরি
আলট্রা-ভায়োলেট রে-র বদলে বুক-বরাবর কান্না
চাই না   আমি চাইনা   ওহ্
হাজার সার্চলাইটে কে বা কারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিল
আমার অসুখের মুখ
শরীরের দেশে উপদেশে কোন শর্ত থাকে না অপরিচিত
বন্ধুত্বের নিবিড় নীলঠোঁটে আলপিন ফুটিয়ে মেলেনা
একফোঁটা রক্তের তরল বিশ্বাস

জোয়ারের খই ভাজার সময় এখন নয়
তা আমি জানি
এখন বুকের ভেতর পরিচিত নিমফলের গাঢ় নিমন্ত্রণে
বৃষ্টি   জোড়াতালি-দেওয়া বৃষ্টি
সারাবছর জুড়ে পড়ে থাকে বেনামুল ইঁদুরের মাটি
দেয়ালে উইপোকারা যিশু ভগবানকে ঘিরে
ভীষণ রকমের ব্যস্ত

প্রভু   তোমাকে ওরা স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে
সম্মিলিত ভালোবাসায়

ভালোবাসার অ্যানাটমি

রাণুদি তুমি কিশোর বয়সে আমাকে
ভালোবাসার অ্যানাটমি শিখিয়েছিলে
নিষিদ্ধ দীঘিতে লুকিয়ে স্নান করার মতো তুমি আমার
বিমূঢ় বুকের ভেতরে দারুণ বিপ্লবের আগুন জেবলে দিয়েছিলে
রক্তের মুহুর্মুহু চিৎকারে মনে হতো কোনো দূরের
স্টেশন থেকে ট্রেন আসছে লাল নিশান উড়িয়ে অবধারিত
রূপনারাণের ব্রিজের ওপর দিয়ে ভোরের প্রথম কবিতা
লোহা-লক্কড়ের অক্ষম বীমগুলো ককিয়ে উঠতো
এক অজ্ঞাত দুর্ঘটনার ধ্বনি-সংকেত
রাণুদি তুমি আমার প্রথম বয়সে অর্জুনফুলের গন্ধে
এই অবোধ বুক ভরে দিয়েছিলে
বাতাসে ছিল শুকনো খড়ের দীর্ঘশ্বাস এবং একটা বিশাল
লবণাক্ত সমুদ্র আমার সমস্ত গা চেটে নিচ্ছিল জ্যোৎস্নায়
সেদিন অজস্র বুনো ঘোড়ার ক্ষুরের ধারালো শব্দ
আমার পাঁজর কেটে সম্মিলিত হ্রেষায় বিস্ফোরণ
তখন তুমি আমার রক্তের আজন্ম অন্ধকারে
খুব সাহস করে পিতলের প্রদীপ ভাসিয়ে দিয়েছিলে
সেই আমার প্রেমের প্রথম সহজপাঠ
আমার ভালোবাসার বর্ণপরিচয়
আর ঠিক তখনই তোমার বুকের কার্নিশে দেখেছিলুম
একটি আশ্চর্য স্থলপদ্মের কোরক
রাণুদি তুমি কিশোর বয়সে আমাকে
কেন ভালোবাসার সেই অ্যানাটমি শিখিয়েছিলে
আমি কোন মহিলারই বুকের ভেতর
সেই আশ্চর্য স্থলপদ্মটি খুঁজে পেলুম না
পৃথিবীর বুক্ষেরা সব বৌদ্ধভিক্ষুদের মতো ক্ষয়িষ্ণু ীরক্ত
সারাজীবন জুড়ে কেবল শুকনো খড়ের দীর্ঘশ্বাস
এবং বুকের ভেতর একটা বিশাল লবণাক্ত সমুদ্র

গভীর রাতে গোয়েন্দা তল্লাশী

দাঁড়াও   তোমার ঘর গভীর তল্লাশী হবে মাঝরাতে
এবং হৃদয়
কোথায় আপত্তিকর দলিল ও ভালোবাসা চিঠিপত্র
মৃতবসন্তের বাসিফুল
খোলো যাযাবর দুঃখ বুকের পাহাড় নদী খরা সমতল
নিজস্ব যন্ত্রণা সযত্নে সাজানো ঘরে
ভয়ঙ্কর বিপ্লবের অগ্নিকাণ্ড
রক্তের ভেতরে ঘর পলাতক আসামী ফেরার
পর্দায় ভীষণ ভীত আকাশ এবং এই মিলিত সংসার
বাগানে রক্তের স্রোতে ভাসমান নিহত গোলাপ……

কে আছো দরজা খোলো ঘরের আসবাবপত্র
চোরাকুঠি ভিতর দালান
দেয়ালে ঐতিহ্যস্মৃতি চৌয়াঢেকুর পিতামহদের
তোমার সুখের মধ্যে কী ভীষণ রকমের দাঙ্গা ও লুণ্ঠন
রক্তাক্ত জামার নিচে নোনাধরা দূষিত আত্মায়
আজ খুঁজতে হবে একটি ধোয়ামোছা নিভাঁজ রুমাল
পুরনো দলিল থেকে চুরি গেছে শব্দের সম্পদ
দৃশ্যের গভীরে ছিল ধানীজমি হাট পোল দুর্বোধ্য শহর
কালোবাজারের ভিড়ে ইদানীং চোরাই চালান খুব তেজী
এবং বিপ্লব মানে আন্তরিক ভাঙচুর নিজেকেই
শব্দের পিলারে অন্তর্ঘাত
আমাদের চারদিকে পরিচিত মৃতদেহ দর্পণে লুকোয় মুখ
কোথা যায় নিখোঁজ আসামী
দাঁড়াও   গভীর রাতে গোয়েন্দা তল্লাশী হবে চোরাবালি
তোমার হৃদয়ে

ইদানীং আমি এবং

আমার কপালের ওপর দিনরাত একটা মরুভূমির ওঠানামা
আমার পুরনো দিনগুলোর মুখে ক্যাকটাসের লাগসই ঝাড়
করুণ প্রান্তর থেকে জ্যোৎস্নার মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গেছে
শহরের উটকো বাতাস
আমি মরচে-পড়া পেরেক থেকে পিতামহের নিরপরাধ রক্ত ধুয়ে রাখি
তাঁর মৃতদেহটা মাঝে মাঝে খুব জরুরী মনে করি
কারণ সামনের আয়নায় ক্ষতবিক্ষত শিরাওঠা দেয়ালটা ছাড়া
আমি আর কিছুই দেখিনা

ন্যাড়ামাঠে ঝিনুকের মৃতদেহ এবং চুনখড়িওঠা ধুসর গদ্য
সে কখন খুব গভীরভাবে তার হলুদ জামা ছেড়ে
পরবে সবুজ মেঘের গাঢ় আত্মীয়তা
আমার দিনগুলোর মুখ ঘুরিয়ে ধরি
বালির ওপারে মৃত আকাশের বিধ্বস্ত অশ্রুতে

শুনতে পাই
দিনরাত করাত-কলে কারা যেন পৃথিবীটাকে চ্যালা করছে খুব কৃতজ্ঞতায়
জেরুজালেমের বাতাসে ইদানীং নিশ্বাস নেওয়া যায়না
কলকাতার পড়ন্ত রোদ্দুরের ভিতর এক-একটা জীবন্ত ক্রুশ
নেমে যাচ্ছে ছায়া ভেঙে ভেঙে
আমার মরচে-পড়া পেরেকগুলো উপড়ে ফেলা যায় কিনা
আমি কোনদিন চেষ্টা করে দেখিনি

অর্ধেক রাজত্ব ও অসমর্থিত অঞ্জলি

শবাধারে রাজকন্যা চলেছেন   দাঁড়াও   কাঁধবদল করি

শহরে সমস্ত দিন কারফ্যু ছিল
ভরসন্ধ্যেয় সর্বসম্মতিতে তুলে নেওয়া হলো রোদ্দুর
চোখের ঘামে ডুবে যাচ্ছে বন্দরের জাহাজের নিশান
একটু পরে চাঁদ ভেসে যাবে
ওতলানো-খোবলানো জ্যোৎস্না নিয়ে
নদীর ধারের অন্ধকার দাঁড়িয়ে থাক খোলামেলা
আমরা কেউ জানি না কার ময়লা নখে
ভালোবাসার রক্ত লেগে আছে
অতএব দীর্ঘশ্বাসের ভেতর নৌকো ভাসাবার এইতো সময়
এখন ফুটো পকেটে কে ম্রিয়মাণ বকুল কুড়িয়ে নিয়ে পালায়
নীলমাছির মতো একটা বিতিকিচ্ছি শোক
আমাদের ক্ষতগুলোতে তার রগরগে জিভ
বুলিয়ে দেয় নিয়মমাফিক
কৈশোরের ফুলকাটা রুমালের মতো   শবাধারে
আমাদের সম্মিলিত ভালোবাসা   দাঁড়াও   কাঁধবদল করি

গোপন চিৎকারে রক্তের ভেতর
কোথায় সেই জলদেবতার সোনার কুড়ুল
এখন নিষিদ্ধ কান্নার নিলামে বুকের অর্ধেক রাজত্ব
এবং অসমর্থিত অঞ্জলির মরাফুলের মাসোহারা
আমরা কি অনন্তকাল শবাধারের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবো
ঘাসের আংটি আঙুলে পরে
ওতলানো-খোবলানো জ্যোৎস্নায় কি খুঁজতে থাকবো
কবেকার সেই লুণ্ঠিত গয়নার নৌকো
কিংবা একখানা ফুলকাটা শীতল রুমাল   শবাধারে
রাজকন্যা চলেছেন   দাঁড়াও   কাঁধবদল করি

মাটির বাংলা আবহমান

সুনিবিড় হাতের তেলোর মতো একখানি অবিরল মাঠ
আমার চোখের সামনে মেলে ধরেছো
আমি রাঙচিতার ঝাড়ের ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতে গিয়ে
পথ হারিয়ে ফেলি
তোমার হাত জুড়ে অগুনতি কাটাখাল
বুক-তোলপাড়করা প্রান্তরের ঢেউ
নীল থেকে সবুজ
সবুজ থেকে গাঢ় সবুজ হয়ে হারিয়ে যায় চোখের ভেতর
তোমার করতল ছুঁয়ে অনায়াসে লাফ মেরে
সার্কাসের সূর্য উঠে আসে
তোমার বুকের ধূসরতায় গতজন্মের
বোঝাই সুখদুঃখের নৌকো ভেসে যায় বাদা ঠেলে ঠেলে
ফিনকি মেরে জ্যোৎস্না ছোটে মাটি থেকে ঘাস থেকে পাতা
পাতার কিনার বেয়ে চুঁইয়ে পড়ে স্বাতীনক্ষত্রের জল
টিটিভের বুক থেকে জোৎস্না ছোটে আশৈশব আকাঙ্ক্ষার মতো
তুমি আমার চোখের সামনে
মেলে ধরেছো অবিরল পটের মতো একখানি হাত
আমার মাটির বাংলা আবহমান

ঈশ্বর সাবধান   আমি

ঈশ্বর সাবধান   আমি তোমার সমস্ত ব্যাপার-স্যাপার আজ
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বুঝে নিতে চাই
আমি চাইনা ধর্মের বাতাসে রঙীন-কাঁচ-বসানো স্বতন্ত্র পাঁচিল
ভাটফুলের গন্ধে মগজের এক রকম যন্ত্রণার মতো
আমি হাওয়ায় চাইনা কোন নিষিদ্ধ পল্লী

তেজী ঘোড়ার মতো কয়েকটা রক্তাক্ত ক্রোধ খুব প্রয়োজন ছিল
দ্যাখো হে আবার আকাশে কাঁধ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় অশান্ত ন্যগ্রোধ
অতএব   অতএব   আগুনের কুঁচি দিয়ে জেবলে দাও আমার অহংকারী
নীলতারার রাত

প্রশ্ন করি ঃ তুমি কি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ঈশ্বর আমার হাতের আঙুটিতে
তোমারও কি সম্রাটের মতো সমান অধিকার
নিরুত্তর ছোট্ট দিঘিটা খুব বড়ো হয়ে—সমুদ্র হয়ে যায়
জ্যোৎস্নার ভেতর

বিক্ষুব্ধ রৌদ্রে হায়েনার মিতাক্ষরা হাসি
আমি অনেক দেখেছি
ঢের ঢের দেখেছি তৃষ্ণার নীলে ক্রুদ্ধ হাঙরের কারচুপি
ঈশ্বর সাবধান   আমি বুঝে ফেলেছি তোমার সব ভালোবাসার অর্থ

তবু বুকের ভেতরটা মাঝরাতে বড় হয়ে—সমুদ্র হয়ে
কেমন যেন উথালপাতাল
বুকের ভেতর……

রোদরঙের বেলুন এবং দেবতার চুক্তিপত্র

সাবিত্রী-মেলার দিনে সুতো ছিঁড়ে রোদরঙের যে বেলুনটা
হাত ফসকে উড়ে গিয়েছিল
আমি তাকে তাবৎ মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে খুঁজেছি
পাইনি   পাওয়া যায় না
না বেলুন   না কোন দেবতার চুক্তিপত্র

হাতপা পেটের ভেতর ঢুকিয়ে বন্ধ আকাশ
যেদিন হেঁপোরুগীর মতো কাশে চৌরাস্তার মোড়ে
কে বুকের ভেতর লুকিয়ে নিয়ে পালায়
রোদরঙের বেলুন
কে বা কারা ঘুমচোখে সারারাত বনের মাথায়
খুঁজে বেড়ায় ঈশ্বরীর নিজস্ব সম্পদ
কার হাতে অতীন্দ্রিয় স্মৃতিচিহ্ন কার হাতে অসময়ের বৃষ্টির ঠিকানা
কোথায় আষাঢ়ের সেই উজ্জ্বল কিশোর
যার আঙুলে ছিল শ্যামলের নতুন সূচনা
যাকে উত্তরের বাইসন-মেঘ খুঁজে বেড়ায়
জনবিরল পাহাড়তলিতে
কোন রমণীর বুকে থাকে না আর শ্বেতচন্দনের গন্ধ
রক্তকরবী ফোটে না কোন লালনফকিরের শ্রীমন্ত আঙুলে
কারো চোখে খুঁজে পাইনা
সেই রোদরঙের বেলুন   না বেলুন
না কোন দেবতার চুক্তিপত্র

নদীর পিপাসা খাত বদলায়

দীর্ঘরেখা বেঁকে যায় আমাদের   স্বভাবে   নিশ্বাসে
চোখের ওপর দিয়ে অসংখ্য বিন্দুর মতো
পদচিহ্ন হেঁটে যায়   ভিড়
প্রসারিত প্রতিধ্বনি ছুঁয়ে আসে দিগন্তের শূন্যতা নীলিমা
কাকে যে খোঁজার বাকি থেকে গেছে পিপাসার কাছে
এখনো কি পিপাসার শংখচূড় বাসা বাঁধে দীর্ঘশ্বাসে
দুচোখে বিলীয়মান গ্রাম
এখনো কান্নার রেখা বেঁকে যায় বুকের ভেতরে
উত্তীর্ণ সড়ক মাঠ ঝাউবন বিধ্বস্ত আকাশ সারাবেলা
আমার শিয়রে পড়ে থাকে
জীবনের পরিশ্রান্ত সরলরেখারা বিদীর্ণ নদীর ঘাটে বেঁকে যায়
দীর্ঘশ্বাসগুলি
মৃত প্রণয়ের মতো উঁচুনিচু পথ দিয়ে বোঝাই খড়ের গাড়ি
সুদূর ঘণ্টার শব্দে নেমে যায় ঢেউ ভেঙে দিগন্তের ওপারে বিস্মৃতি

দীর্ঘরেখা ভেঙে যায় সিসমোগ্রাফে জীবনের অস্থির কাঁটায়
শুধু অক্ষরের খাঁজে আঁকড়ে থাকে কালো কালো দীর্ঘশ্বাস
কোনাকুনি বাঁধভাঙা জল

ভাঙা টাইপরাইটার ও একটি ধোপার গাধাকে নিয়ে

আমার সমস্ত রোমকূপে কার যেন ধারাবাহিক প্রতীক্ষা
অনেক কালো অক্ষর এবং ধূসর কার্বন পেপার পার হয়ে এসে
নতুন মানবিকতার ভিটেমাটি খুঁজেছিল জন্মমাসের ঘর্মাক্ত পৃথিবী
এখনো জানলার কাঁচে বৃদ্ধ ইহুদি বোঝাপিঠে চোখের জল
ফেলতে ফেলতে দেশান্তরে হেঁটে চলেছে…
আহ্ কোন সংবাদ নেই আকাশের সুদূর ঘণ্টাধ্বনিতে
ক্ষুরধার ক্ষুধার এপাশে
নতুন ঘাসের জমি বুকে নিয়ে শুয়ে আছে
একালের খড়িওঠা তরুণ বয়স
এখানে এখন দুচোখের জল দিয়ে শুদ্ধ মানবিকতার রবিচাষ হবে
এ সময়ে কেউ কি কোথাও মারা যাচ্ছে
এসো তার জন্যে আমরা প্রার্থনা করি
এ সময়ে কেউ কি কারো আত্মাকে খুন করছে
এসো তার জন্যে আমরা প্রার্থনা করি
এ সময়ে কেউ কি নতুন করে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে পৃথিবীতে
এসো তার জন্যে আমরা প্রার্থনা করি
সারারাত কে আমার বুকের ওপর ভাঙা টাইপরাইটারে
দুর্বোধ্য চিঠি টাইপ করে
আমার সমস্ত রোমকূপে কার ভালোবাসার রক্ত
কোনদিন সে চিঠি আমার হাতে আসবে না
কিংবা আমার চিঠি হাত ফসকে নাম ঠিকানা বদলে
আমার শত্রুর হাতে চলে যায়
কিংবা লাল কালো রিবনে কোন অনুভূতিপ্রবণ কালি থাকে না
ভাঙা টাইপরাইটারে এত বছর ধরে আমার ভাঙা কপালে
রোজ রাত্তিরে আমার বুকের ওপর আমার চিঠি টাইপ হয়
আর একটা ধোপার গাধা রোজ সকালে
ভালোবাসার শব্দগুলো গিলে খায়
খোলামেলা তেরাস্তার আলোয় দাঁড়িয়ে

ঘাতকের ছুরির নিচে প্রস্তুত

ঘাতকের ছুরির নিচে প্রস্তুত হয়ে শুয়ে আছি দীর্ঘবেলা
আর কতো দেরি   অহে পাহারঅলা
তুমি মাটিতে গোড়ালি ঠুকে কিসের বায়না ধরেছো
তোমার মতো মায়ের কাছে
আমি নিশ্চিত ছুরির নিচে প্রস্তুত হয়ে শুয়ে আছি দীর্ঘ বছর
আমার বুকের রক্তে রাতের রেলগাড়ি ছুটে যাচ্ছে
শীতল নক্ষত্রের নিচে আমি শুধু দেখতে পাচ্ছি
হাজার হাজার ব্যাক্‌ট্রিয়ার অবিশ্রাম ওঠানামা এবং
সূর্যের দাঁতের মতো রক্তাক্ত ইস্পাত

এভাবে আটতিরিশ বছর পাথরের ক্রোধ বুকে নিয়ে
খোঁয়াওঠা রাস্তায় অব্যাহত শুয়ে থাকা যায় না
আমার বুকের ওপর দিয়ে ঋতুস্নাত নারীরা হেঁটে চলে যায়
ঘরে ফেরে এবং দরজা দ্যায় অভ্যেসমতো
ভীষণ ব্যস্ততায় অতিরিক্ত মানুষেরা এলোমেলো চলে যায়
ম্রিয়মাণ আলোর ভেতরে
আমি দেখতে পাচ্ছি সূর্যের লণ্ঠন ভেঙে আলো ছিটকে ছুটে যাচ্ছে
যেদিকে যেমন

আমি বড়ো ভেঙে পড়ছি   অহে পাহারঅলা
তুমি কি সুস্পষ্ট কোন ইশারা রাখবে আমার জন্যে
তাহলে এবার কি আমি উঠে দাঁড়াতে পারি
ঘাতকের ছুরি বুকে নিয়ে

নিমফুলে বসন্তের ঘুণ

দেখেছি প্রতিমা বহু গলে গলে ক্ষয়ে যেতে কালের ভাসানে
কুয়াশার শেষরাতে হলুদ থেৎলানো চাঁদ ডুবে গেছে
ভীষণ আঁধারে

মিনিট মুহূর্ত আয়ু ভেঙে যায়
দেহাত কিশোরী
আহা রে মালাটি তার ছিঁড়ে গ্যাছে
ভালোবাসা পুঁতিগুলো খুঁজবে সে কতোকাল ধারালো নদীতে
প্রতিমার রং মাটি এবং হৃদয়
ভেঙে ভেঙে গলে যায় অকলঙ্ক গাঙ্গুড়ের জলে
এসব পুরনো কথা অথচ ঢেউয়ের মতো শহরের কিনার ছাপিয়ে
নতুন বসত গড়ছে বারান্দায় নিটোল নায়িকা
পূর্ব ও পশ্চিমে টান—সি-এম-ডি-এ স্কীমে রাস্তা তৈরী হচ্ছে খুব
বুঝেছে ধারালো বড়ো নদী
দেহাত কিশোরী তার ভাঙচুর ভালোবাসা বুকজলে
খুঁজবে কতোকাল

এখন জরুরী বড়ো সব কিছু নেড়ে-চেড়ে দ্যাখা
এখন পিচ্ছিল বড়ো কচি নিমপাতায় সময়
কলার মান্দাসে হায় সে কার কপাল চিরে সোনার কলস
ভেসে যায়
ভালোবাসা
ভীষণ পুরনো কথা ঝরে পড়ে অসতর্ক নিমফুলে
বসন্তের ঘুণ

স্বীকারোক্তি

হে ধর্মাবতার আমি মল্লিকাকে খুন করে এসেছি বাগানে
দেখুন আমার হাতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে
অবিরল রক্তাক্ত আকাশ
আমার রুমালে মৃত মল্লিকার হৃদয়ের ঘ্রাণ
একআকাশ চন্দ্রালোকে মল্লিকাকে আমি খুন করেছি বাগানে

স্বীকারোক্তি দিতে চাই এতকাল আসামী ফেরার
স্বরচিত কারাগারে নিয়মিত প্রহরী বসিয়ে
নিজেকে রেখেছি মুক্ত গতানুগতিক খিল এঁটে
নিজস্ব আঙ্গিকে বেঁধে রেখেছি বিশদ অনুতাপ

দালালির কড়ি দিয়ে বাথরুম বানিয়েছি
বাগানে মল্লিকা
যেখানে নিহত হয়েছিল তার পাশে একটি বেদী
বানিয়েছি শোচনার আত্মনির্বাসনে আর
চারদিকে মূঢ় কাঁটাতার
জ্যোৎস্নায় রক্তের নদী শুকিয়ে যাবে না কোনোদিন

সোনালি রঙের বালি ঝুর ঝুর ভেঙে পড়েছিল
কাঁচের গুড়োর মতো স্বগতোক্তি
মল্লিকা বাঁচলো না তার হৃদয়ে জ্যোৎস্নাকে খুন করে আমি
তার মৃতদেহ
এনেছি কৃতঘ্ন চোখে আর কতকাল আমি
চারদিকে অনুরক্ত প্রহরী বসিয়ে
স্বরচিত নির্বাসনে বন্দী রবো হে ধর্মাবতার
বৃত্তের বাহিরে যাবো এবার জন্মের মতো
হৃদয়কে খুন করার সুবিচার চাই

পর্ণমোচী অরণ্য

প্রতিবারই পুনর্জন্ম পাতার মুকুট ছিঁড়ে খুঁড়ে
পর্ণমোচী অরণ্যের প্রতিবারই মনে হয়
আজকের কবিতাই পৃথিবীর শেষকথা বুঝি
আর কোনো চক্রবাক্ প্রিয়তর আর কোনো
দিক্চক্রে দস্যুর মতন সোনা খুঁড়বে না
এবার বিশ্রাম অন্ধকার হিম মর্গে
হাত-পা ছড়িয়ে বসে তেজালো দুখেল স্মৃতি
উদ্‌গিরণ করা যাবে বেশ
হেলেসাপ গিরগিটি পেঁচা ও ইঁদুরদের সাথে
এক জয়েণ্ট ফ্যামিলি

হেমন্তের ফেরিঅলা নাম ধরে ডাক দেয় অমোঘ নির্মম
বীজের গভীরে ভ্রূণ বিজৃম্ভণে চেয়ে দ্যাখে ডালভাঙা ক্রোশ
আরো দূর অরণ্যের শব্দহীন বনরক্ষী ছাড়পত্র হাতে তুলে দ্যায়
তারপর সংরক্ষিত অরণ্যের দ্বার খোলে
শব্দ হয় শব্দের ভেতরে

আঁধারে বাতাস ডাকে জল খাবে পিপাসার জল
উপকণ্ঠে শাদা নূন আমাদের হৃদয়ে হরিণ
বাতাসে উচ্ছিষ্ট পাতা আজ রাতে ছাই হবে
হঠকারী অরণ্য-চিতায়

প্রতিদিন মৃত্যু হয় এবং প্রতিটি মৃত্যু পরিণত
সুপরিকল্পিত
প্রতিদিন জন্ম হয় আমাদের প্রতিজন্ম অনবধারিত
প্রতি প্রেম আমাদের হৃদয়ের চেয়েও মহান্
নাটকের প্রতি দৃশ্যে আমরা খোলস ছাড়ি
সাপেদের মতো কিংবা
পর্ণমোচী অরণ্যের মতো

স্ট্রেচারে ভালোবাসার শব

কী আমায় সারাদিন ভালোবাসার ভয় দেখাও
আমি বুকখালি করে ঝিনুকের মতো
মৃত সিন্দুকে রাখি
জাতিস্মর লবণ
কপালে
অস্ট্রিচের পায়ের ছাপ
সারাদিন
সারারাত্তির
আমার নামের আগে বিশ্রী সব
মাকড়সার জাল
রোদ থেকে
মোম গড়িয়ে
নদী
নদীতে মৃত ফড়িঙের শব স্বলপায়ু
ভালোবাসার
কী আমায়
ভয় দেখাও
আমি হতচ্ছাড়া শামুকখোলার মতো
এক বিশ্বাসহীন ঢেউতোলা দিগন্তে
খুঁড়েছি ঘৃণার অসমর্থিত যোগফল
নির্ঘাত হাঁটুতে আমার সম্মতিহীন রাষ্ট্রবিপ্লব
এবার মড়কের রাত্তিরে আমি স্ট্রেচারে করে
ফেরত পাঠাবো যে যার ভালোবাসার শব
শেষ শর্ত আমরা আর হাত ধরে নিরালম্ব বৃষ্টিতে
নাইবো না কোনদিন

উত্তরাধিকার

অজস্র দুঃখভার্তি আমার জংধরা তোবড়ানো তোরঙ্গটা ঘাড়ে নিয়ে
আমি দীর্ঘ আজানের মতো আনত হলাম
আমার মেরুদন্ডহীন ছায়া এঁকেবেঁকে
মসজিদ ছাড়িয়ে যায়
এখন আমার কি করা উচিত
আমার ক্ষতগুলোকে আমি ঈশ্বরের কাছে বিনিময়ে জিম্মা রাখতে চাই

যেভাবেই হোক তোমার ক্রোধ তোমাকেই ফিরিয়ে নিতে হবে
বিশ্বাস করো আমার বুকের ভেতর
কোন সুদূরে ঘণ্টাধ্বনি বাজে নি
নদীর জলে কোন অপ্রত্যাশিত শালুক ফুলে
কোন পবিত্র শংখ বুক খোলে নি
আমার মাথার ভেতর সাবেক কালের ইঁদুর কবে
বাসা বেঁধেছিল আলুথালু
বুক-বরাবর কেয়ারিকরা ফুলের বাগানে কোন দৃশ্যাতীত প্রার্থনা নেই

আমি কখনো বাণিজ্যে যাবো না লালশালু মাথায় বেঁধে
আমার চোখের আদিগন্ত সৈন্ধবে কারো দখলনামা নেই
আমার জংধরা তোরঙ্গের চাবিটা উইল করে দিয়ে যাবো জাতীয় স্বার্থে
অথবা নিলাম করে দিয়ে যাবো আন্তর্জাতিক চোরাবাজারে

মৃত্যুদণ্ড

কাউকে সর্বত্যাগী হতে দেখলে আমার ভীষণ ভয় হয়
আকণ্ঠ তৃষ্ণায় আমি তাই কোন সন্ন্যেসীর কমণ্ডলুপ্রান্তে অঞ্জলি পাতি না
আমাকে মৃত্যুদণ্ড দাও জন্মগ্রহণের মৌলিক অপরাধে
কারণ মৃত্যুদণ্ডেই সকলের পবিত্র অধিকার
এবং সেইজন্যেই অন্তহীন শবযাত্রায় নিজেকে ভীষণ অহংকারী মনে হয়
মন্দিরের ছায়ায় যেতে আমার কষ্ট হয়
শোকসভায় কিছু লবণ দান করতে আমার চোখ ফেটে যায়
এমনকি পরলোকের প্রস্তাবিত চাঁদা কালেকশানেও আমার সমর্থনের অভাব

অতএব আমার কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই
রাস্তায় দুঃখকষ্ট কুড়োতে কুড়োতে
শীতের দেবদারুর হাত ধরে বলি
আমার ব্যথায় এত মাকড়সার ঝুল কেন
বলেছি না আমার ঘরের সামনে
কোন সাধু সন্ত কিংবা কোন সন্ন্যেসী যেন না আসে

অঞ্জনার প্রেম

আমরা কোনদিন অঞ্জনার ভালোবাসার নাগাল পাবো না
ভালোবাসা মানে রণপায়ে চড়ে দুঃখের ভেতর দিয়ে দৌড় কিংবা……
ভালোবাসা মানে
ঘরকাতুরে লোকগুলোর আকণ্ঠ বমি চাপতে চাপতে বাড়ি ফিরে আসা
ভাঙা লেটারবাক্সে গত বছর আরসুলা ছিল
এ বছর টিকটিকির বাড়ন্ত সংসার
রাস্তার একধারে শুধু নিচালা ঘর অন্যপাশে হাটখোলা আকাশ
মাঝখানে বিদায়ের বিজ্ঞাপন
তোমাদের রাস্তায় ধরাছোঁয়ার মতো যথেষ্ট ব্যালান্স নেই কেন
ভালোবাসা মানে রণপায়ে চড়ে আগুনের ভেতর দিয়ে দৌড় কিংবা
ভালোবাসা মানে
জিরাফের মতো গাছের মগডাল ছোঁয়ার ইতিপূর্ব অহংকার
আমি শরীরকে শরীর বলে কাছে পেতে চাই
দুঃখকে দুঃখ……
অঞ্জনা তোমার প্রেম পেতে হলে খুব উঁচু মই দরকার
আমার মইতে দ্যাখো কয়েকটা ধাপ নেই
মাঝখানে ভালোমন্দ অন্ধকার
আমরা কোনদিন অঞ্জনার ভালোবাসার নাগাল পাবো না

ছেঁড়া বর্ষাতি

তুমি আমাকে পুরু চাঁদের সর এবং পিপুল গাছের ছায়া দেবে বলেছিলে
বলেছিলে মাথার ওপর পেরেক ঠুকে বসিয়ে দেবে দু'দশটা তারাফুল
যথাযথ ঝাড়লন্ঠন এবং এগিয়ে ধরবে মেহেদিপাতার চিত্রিত করপত্র
নদীর ভালোবাসায় ভাসিয়ে দেবে বলেছিলে সোনালী ডানার
মহাজনী নৌকো
বুনো ঘাসের পথে ছড়িয়ে দেবে হলুদ বেগনি অর্কিড······

কপালের ভাঁজ থেকে সব অলৌকিক চিহ্ন মুছে যায়
সাজানো অক্ষর ক্ষয়ে গেলে
তিন দেয়ালে সহস্রাধিক ভিক্ষুকের হাত ভেসে ওঠে
দ্যাখো চারদিকে অষ্টপ্রহর বাচ্চাদের কান্নায় ফুটপাত ধসে যাচ্ছে
কারো বিরুদ্ধে আরোপণের আমাদের অপরাধ নেই
সারাদিন কত আর মড়ার বিছানার তুলো ধুনবো
সেলাই করবো নোংরা ক্যানভাস

সেই কবে ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে নদীর ধারে সূর্য
গলা ছেড়ে ডাক দিত ভুবনমাঝিকে
এখন সমস্ত রাত ডুবসাঁতারে চিতিয়ে-ওঠা অনেক দুঃখ
এবং ছাপোষা অসুখ
বুকের ওপর বেজন্মা রা[illegible]র বিশ্রী সব ডালপালার মৃতদেহ

তুমি আমাকে পুরু চাঁদের সর এবং পিপুল গাছের ছায়া দেবে বলেছিলে
আমি চাইনা তোমার পঙ্গু হাতের অমিতাক্ষর সৌজন্য
আমাকে আমার ছেঁড়া বর্ষাতি ফিরিয়ে দাও

প্রিয় হে এ বড়ো ভয়ঙ্কর খেলা

বরং তুমি আমার চোখদুটো উপড়ে নাও
আমি অন্ধকারের নির্জনে অভিশাপ দেবো
ব্যথার ওধারে আমি কোনদিন জবাকুসুম সূর্যোদয় দেখতে যাবো না
তোমার বুকের ভেতর
বিশ্বাস করো মূর্খ পুরোহিতের কাছে আমি কখনো ভুল মন্ত্রপাঠ করিনি
দীর্ঘ বারো বছর
কারণ কেউ আমার বুকের ঈশ্বর নয়
ক্রীতদাসের অপরাধের আশঙ্কাও আমার নেই

তুমি বঁড়শিতে বিঁধে গোলমেলে বন থেকে তুলে আনছো
নিষ্পাপ হরিণ
মাহুত আনন্দে
তোমার জলখাবারে প্রতিদিন চাই তাজা রক্তের মদ
প্রিয় হে এ বড়ো ভয়ঙ্কর খেলা তোমার আমার
সেইজন্যে হ্যাঁ সেইজন্যেই তোমার হাসি দেখলে
আমার বুকের রক্ত বিবর্ণ ভয়ে কন কন করে ওঠে······
বরং তুমি আমার চোখ দুটো উপড়ে নাও

আমার অস্তিত্বের দেখাকে আর কিছুতেই
বিশ্বাস করা যায় না
ফুলের ভেতর কারা যেন খুব গোপন শলায়
আরক্ত তাপ দেয়
কারা যেন আগুনের ভেতর জরুরী সব প্রত্নতত্ত্বের
হাটবাজার সমর্পিত রেখে সুখী ললাটের মাঠে
কবরের মাটিতে এঁটে রেখেছে জাতিস্মরের শিলমোহর
বরং তুমি আমার চোখদুটো উপড়ে নাও
আমি সইতে পারিনা দুবেলা লক্ষ ফুলের
এই নিষ্পাপ আত্মহনন

একটি অনুচ্চারিত দুঃখ তোমার জন্যে

কেবল একটি অনুচ্চারিত দুঃখ তোমার জন্যে
একটি আনুপূর্বিক ধারাবাহিকতা
গলানো সীসের মতো ভালোবাসার ডুবজল
কোনাকুনি উঠোন পেরোতে পারে না
নিমগাছের শুকনো ছায়া আর পরিশ্রান্ত শালিকের বাসা
ঝুলে পড়েছে ঠিক পুব আকাশের গোড়ায়
আমি সারাসকাল কবিতার কাছাকাছি যেতে পারিনি
কেবল একটি অনুচ্চারিত দুঃখ তোমার জন্যে
তোমার জন্যে

দিগন্তের ধারে কারা দিনরাত অমায়িক মাটি খুঁড়ছে
জড়ো করছে দুঃখের পাহাড়
ভুরুর ওপর পুরু লবণ গড়িয়ে পড়ছে
ক্ষুধার্ত শিশুরা আজকাল মাকে খোঁজে না……
দ্বিধান্বিত ঢেউগুলোতে এপারওপার সমানসমান দুলছে
সাহেবপাড়ার বেড়ার ধারে মাদার ফুলের ঝাড় আহা
এপারওপার দুঃখ আমার কড়ির মতো
বুক চিতিয়ে সারাদুপুর পড়ে থাকে
গায়ত্রীমন্ত্রে বুক ডোবেনা বুক ডোবেনা নিরবধি
নাভি ডুবিয়ে আকাশের নীল কোটোয় চোখ নামাই
আমার শৈশব ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে মুছে যাচ্ছে জংজমাট স্মৃতির ভেতর
আমি সূর্যের অসমাপ্ত অঞ্জলি নিয়ে উঠে আসি পৃথিবীর ওপর
কেবল একটি অনুচ্চারিত দুঃখ
একটি আনুপূর্বিক ধারাবাহিকতা
তোমার জন্যে তোমার জন্যে

সূর্য স্বর্গ ও স্বদেশ

আমি কোন স্বর্গে যাবো কোন সূর্যের করতলে
হাত রেখে আত্মীয়তা জানাবো মাটির স্বদেশকে
আমার হৃদয়ে রক্ত ঝরছে
সহিষ্ণুতা অজগর বন্ধন আমার বুকের ভেতর
রক্ত ঝরছে অবিভক্ত
তুমি কি আমার বুকে আমূল ছুরি
বসিয়ে দিতে পারোনা অকপটে

হলুদ ফুলে ছেয়ে গেছে উপত্যকার অপাপবিদ্ধ বনস্থলী
হাজার মানুষের ভিড়ে আমি তোমার রঙবেরঙের
রাসায়নিক কারচুপি পছন্দ করিনা
আমাকে কি ব্যর্থ প্রেমিকের মতো
তোমার ভাঙা কমণ্ডলু থেকে লবণাক্ত জল
পান করতে হবে
জ্যোৎস্নায় অগ্নিকাণ্ডের পর

সারাদিন আমার বুকের ভেতর ভাইয়ের
বুকের ভেতর নীল তলোয়ার খেলা করে
কাউকে বড় হতে দেখলে চোখের কোণে
রক্ত ছলকে পড়ে
সব সন্ন্যাসিই হাতের তেলোয় বিষাক্ত ঘা নিয়ে
মানুষকে আশীর্বাদ করতে জনস্থলীতে ফিরে আসে
কারণ স্বর্গ তার কেনা
জানিনা আমি কোন স্বর্গে যাবো কোন সূর্যের করতলে
হাত রেখে আত্মীয়তা জানাবো মাটির স্বদেশকে

সন্ত্রাসবাদী

নিজের দুঃখের ওপর '০০০ বছর পা ঝুলিয়ে বসে থেকে মনে হয়
আমার সন্ত্রাসবাদী হওয়া উচিত ছিল
চারদিকের ঘুমন্ত কাঁটাঝোপ আর কাগজের শজারুকে
ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে
মাঝে মাঝে সন্ত্রাসবাদী হওয়া দরকার
সূর্যের ধ্বংসাবশেষের ভেতর থেকে একটা দুর্বোধ্য বন্ধনীচিহ্ন ভেসে এলে
শ্যাওড়ার ঘন জঙ্গল থেকে লাফ দিয়ে
খুব লোমশ অন্ধকার নেমে পড়ে
নীরবতা বহুদূর মগজ ছাড়িয়ে গ্যাছো জলস্তম্ভের গ্রীবার মতো

অন্ধকারে কপালে পেরেক ঠুকে লাল-উজানি আলোয়
কে লিখে রেখে আসে ৪৯ সংখ্যা
দাড়ি কামাবার ব্লেড হঠাৎ খনখনে গলায় হেসে ওঠে
ভালোবাসা পাবার জন্যে কোন মহিলা খালি থাকেনা কিংবা পুরুষ
কোন লেনে বা বাইলেনে
ছেঁড়া রুমালে কবেকার কুড়িয়ে-আনা চিত্রল ঝিনুকগুলো
রাস্তার ওপর ভীষণ বিষণ্ণ ছড়িয়ে যায়
কিংবা শ্মশানের নির্জন গলায় আমার ভালোবাসার হাড়ের মালা
তা বলে অচল বাসের গায়ে কাঁচাহাতের অক্ষম আঁচড়···
আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই বানান ভুলের মাত্রা
ভীষণ বেড়ে গেছে
'দীর্ঘজীবী' ক্ষুদ্র মুর্খহাতে অনায়াসে
'দীর্ঘজীবি' 'দীর্ঘজিবি' 'দীর্ঘজীব' হয়ে যায়
চারদিকে শুধু ইত্যাকার ভুল শব্দের রাহাজানি
ছাপাখানার এই সব ভূতের বেগারদের চাবকাবার জন্যে
আমার সন্ত্রাসবাদী হওয়া উচিত ছিল

ব্যথায় করোটি-চিহ্ন

বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটের মোড়ে দেখা হলে
ভুলে যাই আমার নবীন কুণ্ডু লেনের এলেবেলে ঠিকানাটা
অসময়ের বৃষ্টিতে ধুয়ে যায় শহরের সমস্ত কস্‌মেটিক্‌স্‌
ময়দানে ঘাসে একলা পড়ে থাকে যৌবন
এবং যৌবনের ছিন্ন নিশান
পাটের রোঁয়ার মতো কার চূর্ণ বিশ্বাস উড়ছে নিশানাহীন বাতাসে
বেলা একটায় মাজা সিধে করে উঠে দাঁড়াতে ভয় হয় কলকাতার
বুকপকেট ছিঁড়ে গেলে কিংবা পায়ে পেরেক ফুটলে
বেণ্টিক স্ট্রীটের মোড়ে দেখা হয়ে যায়
আমাদের কালবেলায়

আমি আমার কব্জির ওপর ঝুঁকে পড়ি
সময়ের ছানিপড়া মুখ দেখবার জন্যে
মনে পড়ে অনেকদিন কেউ আমার হাত ধরে
ময়দানের নিষিদ্ধ আস্কারার ওপর দিয়ে হাঁটেনি
মাথার ওপর উটের পেটের মতো ছ্যালাভর্তি বঞ্চনা
দীর্ঘ মরুভূমির পর
রাস্তার জলে মাথা দিলেই নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হয়

ম্যাটিনি শোয়ে সিনেমা দেখতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি ১৯৪০-এ
আমাকে একটা ধোঁয়াটে স্বপ্নের ভেতর ফেলে রেখে
বাদামের খোসা আর
খড়ের পালুই নিয়ে ভেসে যায় চতুর এসপ্লানেড
ব্যথায় করোটি-চিহ্ন আঁকা হলে
আমি এবং আমার পায়ের পেরেক
চোখ বন্ধ করে হেসে উঠি লাল-উজানি আলোর ভেতর

ছাতা হারাবার আগে

আমাকে বৃষ্টির জন্যে ছেঁড়া নোটবুকে তুলে রাখা যেতে পারে
কিংবা ট্রামের টিকিটে
কিছুই হারাবার ভয় না থাকলেও ভয় থাকে ছাতা হারাবার
তার আগে ল্যাংড়া খলিলের হাত থেকে সারিয়ে নিতে ভুল হয় না
ভালোবাসা এবং উলুখড়ের বাসগৃহ

সাবাস বেটা এমনি করে বাঁচতে হয় প্রাচীন হর্তুকী হাতে নিয়ে
আমাদের গলিতে মোষের খুরের শব্দে কারা যেন আসে যায়
নাকে মুখ রেখে রোজ দেখে যায় কৃতঘ্ন ভালুক
চাপা মস্করার মতো
আর কেউ আসেনা সদ্য-স্নান-করা কোন পবিত্র কিশোরী
হলুদ শাড়ির গন্ধে……
আমাদের বাল্যস্মৃতি মোড়ের মাথায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে

তবু কেউ আসে না বড় অসময়ে
প্যাণ্টের বোতাম একটা ঠিক ছিঁড়ে হারিয়ে যায়
চোখে নস্ট্যালজিয়ার মতো নেলপালিশের রঙীন আলো
হাসপাতালের টিকিট গলায় ঝুলিয়ে দেবার আগে
আকণ্ঠ শ্লেষ্মা নিয়ে কারা যেন হেসে ওঠে হাতুড়ি হাতে
ওরা ঘণ্টায় ঘণ্টায় কলিংবেলের বোতাম টিপে দেখে যায়
আমি ঠিক বেঁচে আছি কিনা
সম্প্রতি ওদের ভোটার-তালিকা সংশোধনের ভীষণ দরকার

করতলে ডুব দিয়ে

অথচ আশ্চর্য দ্যাখো আমাদের সব শর্ত জল বড়ো স্বাভাবিক টানে
তৃষ্ণার দুপুর স্রোতে ফেরিঅলাদের শুকনো আঠালো চিৎকারে
জংধরা সুটকেশের গোপন দলিলপত্র নিরংকুশ বের হয়ে আসে
কিশোরী মায়ের ছবি কাড়িবাঁধা পবিত্র গরদ
এবং ভঙ্গুর শর্তে নিমগ্ন মায়ের প্রিয় বেনারসী চেলী
আমাদের ঘরবাড়ি অভিজ্ঞতা জল বড়ো স্বাভাবিক টানে

কোথায় নিঃস্বার্থ সত্য রৌদ্রে বিচ্ছুরিত মৌলিকতা
কোথায় মুলত তৃষ্ণা নিছক শিকড়ে প্রতিশ্রুত
আমি মন্দিরের গায়ে সুনিবিড় চন্দ্রবোড়া হাতড়িয়ে এখন খুঁজিন—

এখন সন্ন্যাসি স্রোত সবুজ জটায় অবিচল
করতলে ডুব দিয়ে উঠে দেখি বন্ধুদের চুল দাড়ি জুলপি সব
দ্রুত পেকে গেছে
বিচিত্র প্রসঙ্গগুলো বুকজলে পেয়ে গেছে
জলের উচিত সফলতা
আমাদের ঘরবাড়ি সময় ও কৃতজ্ঞতা জল বড়ো স্বাভাবিক টানে

কেমন নিস্পৃহ ছাখো

কেমন নিস্পৃহ দ্যাখো হয়ে যাচ্ছি দিন দিন
ভালোবাসা ইত্যাদি বিষয়ে
কেমন রহস্যময় হয়ে যাচ্ছি দিন দিন শিল্পহীন ঠোঁটের রোদ্দুরে
মৃত মরুভূমি সাঁতরে রোজ রাতে উঠে আসি রুগ্ণ বিছানায়.
মৃত মরুভূমি সাঁতরে রোজ প্রাতে চলে যাই
ছদ্মবেশী শত্রুর শিবিরে

এখন নদীর কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনে সুস্পষ্ট জবাবদিহি নেই
এখন গাছেরা সব উদাসীন চলে যায় শ্মশানের দ্রাঘিমা পেরিয়ে
সরাসরি আমাদের জ্বরের ভেতরে
নক্ষত্রের বাসিজল জানি আর কোনদিন ঢালবে না
আমাদের বুড়ি ঠাকুমারা

জ্যোৎস্নার ঐশ্বর্যে মগ্ন সারারাত উপচানো ক্রোধে
গোপন পাইপগানে কোনদিন শৈশবের বন্ধুর নাগাল পেলে
শেয়ালদা স্টেশনে বড় ঘড়িটার মাথার উপর
জ্বলন্ত উটের মতো এলোমেলো টলতে টলতে উঠে আসে
গুলিবিদ্ধ চাঁদ

অতএব আমাদের নায়িকারা ভুল করে চলে যায়
পরপুরুষের হাত ধরে
আমরা হাভাতে সব হাড়হাঘরের মতো
বেশ্যার আঁচল ধরে টানি
মন্ত্রভেদে নগ্নবালি   কার হাতে দিয়ে যাবো   তাহলে কি ভোরে

অমলে ধানের ছড়া আঁকতে কেউ কোনদিন উবু হয়ে বসবে না
আমাদের তরুণ উঠোনে

সূর্য এবং তোমার হৃদয়

আমি একেক সময় একেক মানুষের ভিন্ন ভিন্ন মুখ দেখি
ভিন্ন ভিন্ন স্বর   বাঁক ঘুরলেই মিছিলের শ্লোগান বদলায়
নিশানের রঙ   শূন্যে অদৃশ্য তারের ওপর দিয়ে হেঁটে যায়
যাদুকর চাঁদ
সূর্যের দিকে মুখ ফেরালেই অনুশোচনায় মরে যাই
বান্ধবীর মতো প্রথম যৌবনের অন্তরঙ্গ নদীতে
ভেসে যায় ভালোবাসার মৃতদেহ
তার নিহত জলে চোখের কাচের ময়লা ধুতে গিয়ে আমি
খুব অসহায়
অন্ধ হয়ে ফিরে আসি
রক্তের সুবর্ণরেখায় দীর্ঘতর অন্ধকার   অন্ধকারে অনিরিখ যুদ্ধ
শত্রুপক্ষ অনির্দিষ্ট

দেখুন   আমার কপাল জুড়ে একটি অস্থির অসুখ ইদানীং
পলক থেকে সব স্বপ্ন একে একে খসে পড়ছে
পরিচিত দৃশ্যের ভেতর অতিরিক্ত কোন কিছু আর
উথ্‌লে ওঠেনা
বাঁক ঘুরলেই মিছিলের শ্লোগান বদ্‌লায়
নিশানের রঙ
অথচ জীবন মানে জীবন   তার কোন বিকল্প দেখিনা
কোথায় ঝরনার জল টইটম্বুর বুকের কানাচে
পরিচিত স্বরবর্ণ আহত জ্যোৎস্নার পাশে ভীষণ লুণ্ঠিত
বন্ধুর বুকের ভেতর নেই সেই নক্‌শা-করা রুমাল
প্যাণ্ডোরার ঝাঁপিতে শুধু মৃত নায়িকাদের বিলীয়মান প্রতিশ্রুতি
তোমার বেনামী বাগানে চিৎকার করছে
তোমার জ্বলন্ত গোলাপ
দুহাতে ফুলের মাংস ছিঁড়ে আমি হেঁটে যাবো তার আগুনের ভেতর
জানি   একই ধাতুতে গড়া সূর্য এবং তোমার হৃদয়

পোস্ট-মর্টেমে জানা গেল

পোস্ট-মর্টেমে জানা গেল বুকে তার ঈষদুষ্ণ ভালোবাসা ছিল

দরজা জানলা চিলেকোঠা ঝুল-পড়া বারান্দায় রাণুদির মতো এক
তুষার-মানবী চুল খুলে নেমে গেছে মোষের শিঙের মতো
ঘোরানো সিঁড়িতে তার এলোমেলো পদচিহ্ন পুরনো প্রেমের
ধ্বংসস্তূপ কাঁটা ও চুলের ফিতে নামলেখা কাশ্মীরী রুমাল
চোরা কুলুঙ্গিতে সব পড়ে আছে বিস্তীর্ণ যবের ক্ষেত
আমলকী ছায়া মিতাক্ষরা নদী
এবং উঠোন জুড়ে ধানভানা রোদ
বাতাসে মায়ের বুক রক্ত ছেঁচে দুধ কৌটোয় আমূল দুঃখ
নাভিমূলে পুরাতন প্রশ্রয়ের মতো এক মজে-যাওয়া শালুক পুকুর
সে কার রুপোলী হাত নীলপদ্ম তুলে ধরে ধসে-পড়া জ্যোৎস্নার শিখরে
সে কার চোখের হিম মেঘবৃষ্টি সারারাত পিপাসার্ত বুকের কিনারে
মেদমাংসলিভারের মাঝখানে সোনালী মাকড়সা একটা কবে যেন
জাল বুনেছিল তার পচা লাশ পড়ে আছে গা-গুলানো ঘৃণার ভেতর

অতএব বিশ্লেষণে সোনার কলস ফণিমনসার বনে ভেসে আসে
নিবন্ত বুকের ভাঁজে লবণ বাষ্পীয় বালি বিস্তারিত ক্রোধ
কে নেবে লুঠের পণ্য রাতের নিলামে সকালে সূর্যের হাত ধরে
একাকী কিশোর কবে হেঁটে পার হয়ে গেছে মরানদী
সুখের দক্ষিণ তীরে বয়সের ভেঙেপড়া দীর্ঘশ্বাসগুলি
নষ্টজননীর মতো কবে যেন বুক ফেটে মরে গেছে পাথরপ্রতিমা
রক্তাক্ত বেদির নিচে মরাফুল শুকনো পাতা
নিহত ধুপের গন্ধ
পত্রপাঠ শ্মশানের চাঁড়ালের হাতে সব উঠে যাবে রাণুদির বিষয়আশয়

• পোস্ট-মর্টেমে জানা গেল বুকে তার বিস্তীর্ণ যবের ক্ষেত
আমলকী ছায়া মিতাক্ষরা নদী উদোম উঠোন জুড়ে ধানভানা রোদ
এবং বাংলাদেশ আনুপূর্ব ছিল

বুকের উপর লবণাক্ত সূর্য

প্রথম-শাড়ি-পরা কিশোরীকে বালকবয়সে আমার
ঈশ্বরীর মতো মনে হয়েছিল
আকাশে তিরতির শব্দে বয়ে চলতো
একটি হলুদ-শাড়ি-পরা নদী
মনের কিনার ঘেঁষে লম্বা লম্বা পা ফেলে
হেঁটে যেতেন এক আগ্নেয় পুরুষ

সরস্বতী প্রতিমার সামনে অঞ্জলি দিতে গিয়ে চোখ বুজে
আমি প্রথম-শাড়ি-পরা কিশোরীকে
বুকের ভেতর ঈশ্বরীর মতো আলিঙ্গন করেছিলুম
স্বপ্নে সারারাত কেবল অজস্র শাদাহাঁসের নির্বোধ আসা-যাওয়া
এবং চোখের ওপর নীল আকাশের অবিশ্রান্ত ডানা-ঝাপটানো

এখন সূর্যকে সূর্য এবং নদীকে নদী দেখি
হলুদ কাপড় ছেড়ে গাছগুলো শিশিরে স্নান করে নিচ্ছে
সারাদিন সারারাত উপোস করে খুঁজছি সেই ঈশ্বরীর মুখ
বুকের উপর লবণাক্ত সূর্য মাতৃস্তন্যের মতো
নদীর জল এখন আর কেউ পান করে না কেউ না

এ জন্মের সোনালী যন্ত্রণা[১]

এখানে অপেরা হবে এইবনে   এই বনস্থলে
নিরুচ্চার মন্ত্রগুলি পুঁতে রাখো বুকের ধনুক
এবং ঘর্মাক্ত স্বপ্ন রাজ্যপাট অন্ধকার জরুরী যৌবন
কার হাতে দিয়ে যাবো
এ জন্মের নেপথ্য বিষাদ
মুঠোর কুরচি ফুল জলের আঁচল পেতে ধরে নেবে কোন নদী
ভাসমান চাঁদের ফেনায়

শিরস্ত্রাণ উঁচু করে শমীবৃক্ষ ভুরুর ইঙ্গিতে
গভীর জয়ের কথা নিহত শব্দের কাছে বিশ্রম্ভে
শোনাবে এবং তখন
কোন বুক ফেটে যাবে আত্মবঞ্চনার ক্রোধে দরানি লালায়
দেবতার কণ্ঠস্বরে আমাদের শেষ ভালোবাসাগুলি ভেঙে দেয়
নষ্ট পুরোহিত
শিরার ভিতর দিয়ে টেলিগ্রাম   কার যেন কথা ছিল
এখানে আসার রমলা রঞ্জনা কিংবা অনুশীলতার
এখনো অনেক বাকি

জলগায়ে স্বনির্ভর নগ্নতায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টিরা
চুল ঝাড়ছে ঝিকিড় মিকিড়
হাড়ের ভেতর দিয়ে বাঁশি বাজছে কার নাগকেশরের দিনে
কেমন সাঁতার কেটে এখানে নির্জনে নদী একা-একা স্নান করে
খরগোশ চিতাহরিণেরা
আচমকা হেসে ওঠে কালো জ্যোৎস্নায়
শিরার ভেতর দিয়ে টেলিগ্রাম   কার যেন কথা ছিল
এখানে আসার রমলা রঞ্জনা কিংবা অনুশীলতার
এখনো অনেক বাকি
কণ্টিকারী বনের হলুদে
নৈসর্গিক ছলাকলা এবং বীজের মন্ত্রে অভিষেক
প্রথাগত জন্ম-উত্তরণ
নেপথ্য বিষাদ থেকে জয়ধ্বনি ফুল ছিঁড়ে রক্তপাত ক্রোধ
কার হাতে দিয়ে যাবো এ জন্মের সোনালী যন্ত্রণা
সবুজ রক্তের স্রোত শ্মশান গড়িয়ে যায় কালো জ্যোৎস্নায়

এখানে অপেরা হবে মৃত্যু আর ভূতপূর্ব জন্মের বিষাদে

পৃথিবীর মুখ

কোথায় পৃথিবী তোর মানুষিক মুখ খুলে দেখা

রাস্তায় ছাইয়ের মতো নিহত রোদ্দুরে
গড়ানো রক্তের নালা
ছুঁয়েছে নয়নজলি
স্নানের সময় হলো
ডুব দিয়ে আয়

দু চোখে কালরাতের পচাই রক্তের পাঁকে
ক্রোধ পুঁতে রাখি
অবেলায় কান্না পায়
ব্যথার ভেতর দিয়ে ভেসে যায় ঘরবাড়ি গ্রাম
দোআঁশ ছায়ার নিচে
গোলাপের শব

এখনো কি সময় হয়নি মন্দিরে যাবার
এখনো কি সময় হয়নি
বুক ফাটিয়ে চিৎকার করার
চিৎকার
কার কাছে
কোন অপমানুষের কাছে
যাবো আমি রক্তে-লাল বুদ্ধ-পূর্ণিমায়

অথচ অবাক লাগে
মানুষের বকলমে সই করে কারা
বনের গভীরে দ্রুত হেঁটে যায় খুব চেনাপথে
বিসদৃশ ছায়া ফেলে নখরে রক্তের শেষদেনা
অ্যাম্বুলেন্সে মৃতদেহ ভালোবাসা ক্লীবের শহর······
ব্যথায় দু চোখ ধুয়ে বাহিরে এসেছি
কোথায় পৃথিবী তোর মানুষিক মুখ খুলে দেখা

আত্মপক্ষ আক্রমণ

বিষুবক্রান্তির রাতে কার যেন আসবার কথা ছিল
হিজলতলায় খড়ের ছাতার নিচে…
আজকাল তার চোখের তারার রং কারো মনেই পড়ে না
না কোন অনাবিষ্কৃত ভূগোলের ল্যান্ডস্কেপ
না ভালোবাসার কোন গোপন চালচিত্তির
অনেক তো চেষ্টা করা গেল কৈশোর থেকে কলকাতা
অনেক খুঁজে পেতে দেখেছি আমরা
কেউ পাইনি রাণুদির হাতের বোনা পশমের বিচিত্র মাফলার
মাটি ধরে উঠে দাঁড়িয়েছি অনেককাল
নিজের মাথা ছাড়িয়ে উঠতে পারিনি কেউ

আত্মপক্ষ আক্রমণের এবার সময় এসেছে নিজেকে ছিঁড়ে খুঁড়ে দেখার
এখানে এখন নক্ষত্রের গুঁড়ো দিয়ে সবুজি চাষ হবে
সেজন্যে পাতার মুকুটপরা সটান বৃক্ষেরা স্তরহীন নীরবতা রক্ষা করে
সেজন্যে স্বাধীন কিছু বলবার আগে
সিংহাসন ছেড়ে অকপট খালিপায়ে উঠে দাঁড়ানো দরকার
যখন রক্তের স্রোতে পুঁথিপত্র ভালোবাসা সব ভেসে যায়
যখন উনুন ছাপিয়ে যায় এলোমেলো বুকের আগুন
যখন ঘরের চালা দ্রবীভূত জ্যোৎস্নালোকে গলে গলে পড়ে
যখন পুরনো খড়ে গোপন দলিল সব ছাই হয়ে উড়ে যায়
মনে পড়ে বিষুবক্রান্তির রাতে কার যেন আসবার কথা ছিল
হিজলতলায় খড়ের ছাতার নিচে বুকের এপাশে

চোখ ফেটে রক্ত পড়ে

আলো জ্বাললেই বুকের ওপর একঝলক রক্ত ছলকে পড়ে
আমি শূন্যমাঠে খোলা তলোয়ার ঘুরিয়েছি
সারাবেলা অন্ধকারে
একা এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী
আলো কি কারো পৈতৃক সম্পত্তি যে ঝুলবারান্দা
নোংরা করবে
আলো জ্বাললেই বুকের ওপর একঝলক রক্ত ছলকে পড়ে

রেললাইনের ইলেকট্রিক তারের ওপর সার্কাসের চাঁদ
ডিগবাজি খায় দুঃসাহসিক
আমি ভাবতে মরে যাই আমার বাংলাদেশ
দীর্ঘ একশো বছর অপারেশন টেবিলে শুয়ে আছে

কাজেই বনের ভেতর দিয়ে আমার
নিখুঁত সূর্যোদয় দেখা আর হলো না
বাবলার ন্যাড়া ডালে হিংসুটে ফিঙে
পুব বারান্দায় সূর্যটাকে ঠুকরিয়ে খেয়েছে খুব ভোরবেলায়
আমি জানিনা আমাকে কার সাথে লড়তে হবে
আলো জ্বাললেই চোখ ফেটে রক্ত বেরোয়
বিশ্বপ্রবণ রক্ত বেরোয়······

সংলাপ আয়নার সামনে

নবেন্দু   আমার ছবি আয়নায় আজকাল মোটেই ফোটে না
এমন চরিত্রহীন সময়ের কাছে
        আমাদের আর কিছু প্রত্যাশার নেই
আমার নিঃশব্দ ঘরে আগুনের মতো স্বচ্ছ আয়নার ভেতরে
আমার চরিত্র খুঁজে পেয়েছি অনেক দিন রিক্ত করতলে
        যেখানে আকাশে তারা এবং মুখের ব্রণ
                একসাথে গুনে গুনে শেষ করা যায়
নবেন্দু   বিশ্বাস কর কিছুকাল থেকে আমি
        ক্রমশ কেমন যেন ঝাপ্সা হয়ে যাচ্ছি
                মানুষ এবং এই সময়ের কাছে

উদ্ধৃত অনেক ধুলো মাকড়সার ঝুল
ঘাতকের নিশ্বাসের মতো এই কলকাতার ঘর্মাক্ত ধোঁয়ায়
আমরা কেমন দ্যাখ পরস্পর থেকে দিন দিন
                ভীষণ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছি ক্রমশই
মৃত আকাশের নিচে ক্ষয়িষ্ণু পাহাড়দের মতো দীর্ঘশ্বাস
পদশব্দ ভেঙে ভেঙে প্রতি মুহূর্তেই আমরা
                নেমে যাচ্ছি জারুলের চিতার ভেতরে

নবেন্দু   আমার ছবি আয়নায় আজকাল মোটেই ফোটে না
অথচ শৈশবে দ্যাখ আমাদের কত দূর প্রতিশ্রুতি ছিল
গ্রাফিক আকাশ ছিল ভালোবাসবার মতো বাতাস এবং
                আয়নায় সনির্বন্ধ প্রেম
চিড়িয়াখানায় সেই সদ্য-আনা জলহস্তিনীর
বিশাল হাঁ দেখে আমরা প্রথম রোমাঞ্চ পেয়েছিলুম শরীরে
আটত্রিশ বছর আমরা ধোঁয়ায় ঘৃণায় আর ব্যর্থ অন্ধকারে
                নির্বাসিত
মুক্তাকাশ রেস্তোরাঁয় হার্দ্য এক মহিলার হাই-তোলা
                মুখের ভেতরে
বহুদূর অন্ধকার দেখে আমি ভয়ে কেঁপে উঠি

দু হাতে দুঃখের জট অভিজ্ঞতা তিক্তমূল ক্ষয়িষ্ণু শিকড়ে
        চরিত্রের প্রতিশ্রুত সব স্থির মেরুরেখা মুছে
                নবেন্দু   কেমন দ্যাখ   পদশব্দ ভেঙে
জ্বলন্ত ছায়ার মতো আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি অদৃশ্য সংলাপে

ঢাকুরিয়া ব্রিজের নিচে

ঢাকুরিয়া ব্রিজের নিচে কয়েকটি বেড়ালছানা
ওদের পিতৃপরিচয় জানে না
স্বর্গীয় খিলানের কার্নিশ ঘেঁষে ভেসে যায় দেবতাদের ভিড়ভাট্টা
নীল-নীল অন্ধকারে কবিতার মহাদেশ/দুলে যায় পয়মন্ত শরীর
পরেশনাথের মিছিলে রুপোর গাছে সোনার ডালিম
কলকাতা তুমি এতো জানো অথচ
ধারেকাছে একটা হীরেমনপাখি
থাবড়া মেরে বসিয়ে দিতে পারলে না

দুধারে বাসমতী চাল আর সুপক্ক মাংসের গন্ধ
মাঝখানে কয়েকটি বেড়ালছানা
ঢাকুরিয়া ব্রিজের নিচে
ওদের পিতৃপরিচয় জানা নেই
নীলকণ্ঠ পুঁতির ভেতর দিয়ে দেখা যায়
বাউণ্ডুলে রোদ্দুরের দুবেলা ঘর বদলানো
চড়াইর ওপর হেলান দিয়ে আড়মোড়া ভাঙে প্রিয়দর্শী হাওয়া
পুষ্কর হ্রদে উড়ে যায় তোমার কামিজরঙের মেঘ কলকাতা
তুমি এত জানো অথচ
তোমার রেলিঙে ঝুলে থাকে সারাদিন সারারাত্তির
চার্নকসাহেবের শীতগ্রীষ্মের পরিত্যক্ত কোটপ্যান্ট আর
ছেঁড়াখোঁড়া কাঁথা ভাপসা মাদুর

দুঃখ আমার বন্ধু আমার

তোমার সামনে আমার মাথাটাকে মাটির ওপর সটান নামিয়ে দিয়ে
দুঃখ আমার   বন্ধু আমার   আমার কোন অন্ধকার ছায়াপথ নেই
পা দুটোকে ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে   দুঃখ আমার   বন্ধু আমার
তারপর আমার কোন ইতিকর্তব্য জানা নেই

দ্যাখো   মাটিতে পা দিয়েছি কি   অমনি
টলে যায় ফুটপাতের গা-ভাসানো দোকানপাট
বুকের ফাঁক গলে ঈশ্বর এবং ঘরের বারান্দা
চলে যায় প্রতিবেশীর খোলা জানালায়
আমার চোখ জ্বালা করে   আমার চোখ ভীষণ জ্বালা করে
সারাদিন আমি নদীর দিকে মুখ ফেরাতে পারি না
ভিক্টোরিয়ার আড়াল দিয়ে চোখ নামিয়ে চলে যাচ্ছে
আমার কিশোরবেলার লজ্জাভীরু ভালোবাসা

বিকেল হলেই নিজের ছায়াটাকে আলোগোছে ছুঁড়ে ফেলি মাটির ওপর
মাটিতে কি কোথাও আছে আমার জন্মপূর্বের পায়ের ছাপ
কিংবা কারো বুকপকেটে আমার হারানো কোন পাসপোর্ট ফটো
অন্ধকারে ছায়াপথের ধুলোগুলো উড়িয়ে দিয়ে মন্দিরে যায় দুঃখী হাওয়া
বুক ছাপিয়ে যায় শুকনো পাতার প্রবল হিসহিস শব্দ
আর তখনি দিনের-খুবলে-আনা রোদ্দুর হাত ফসকে পালায়
বিপর্যস্ত বকুলতলা দিয়ে

নির্বান্ধব আকাশে ছায়া ফেলে এখন হেঁটে বেড়ায়
শহর এবং শহরতলির অপর্যাপ্ত সুন্দরী শোক
নিজের মাথা আর হাতপা ছাড়া ধারেকাছে কেউ থাকে না
আয়নার সামনে বুকখালি করতে
দুঃখ আমার   বন্ধু আমার   বুকের কাছে তুমি দাঁড়াও ওতপ্রোত
তোমার সামনে আমি আমার রুমালবাঁধা মাথাটাকে
মাটির ওপর সটান নামিয়ে দিয়ে পা দুটোকে ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিই

মন্ত্র ফিরিয়ে নে

জাহ্নবী তোর মন্ত্র ফিরিয়ে নে
হাতের আঁজলায় আমি আর কোনো ঈশ্বরীর মুখ দেখতে পাইনা
মেঘের ছাতা মাথায় নিয়ে আর কতদিন দাঁড়িয়ে থাকবো এভাবে
মহাদেবের জটার মতো তেত্রিশ কোটি রাস্তা যাবো কোথায়
ধুলোর ঘূর্ণি খানিক প্রশ্রয় পেলেই শুকনো পাতার মিছিল
ছাড়িয়ে যায় মনুমেণ্টের চূড়ো
যাবো না আর কক্খনো গোলপাতার টুপি কিনতে
স্বল্পায়ু ঐ সংক্রান্তির মেলায়

গাজন-সন্ন্যাসির মতো সারাগায়ে ঝিঁঝিঁপোকার দুঃখ
হাওয়ায় কে বা কারা নিপুণ হাতে বুনে দিয়ে যায় রাই আর মাষকলাই
ম্যাটিনি শো'র পর সব রাস্তাই চলে যায় রামায়ণ-মহাভারতের পাতায়
বয়স কি চণ্ডাল না বৌবাজারের কসাই
যে সামনে যা পাবে ঘুণকুচি করবে
কাঁঠালছায়ার আড়াল দিয়ে তাহলে এবার চলে যাচ্ছো কি প্রেম

সব চলে যায় সোনাঙ্গী ভ্রমর জ্যোৎস্নামালা চন্দ্রমল্লিকা
এবং প্রিন্সেপঘাটের রহস্যময় জাহাজ
বেশ মহাজনী কারবার ফেঁদেছো হে মেঘমণ্ডল জটা খুলে
বুকের ভেতরে ভুল করেও মেঘ ডাকেনা কালক্রমে
মগ্ন পাকুড়ে কে বেঁধে রেখে যায় আগুনরঙের ঘোড়া
প্রায়োপবেশনে কে খসিয়ে নিয়ে যায় অশ্বমেধের তাম্রফলক
মেঘের ছাতার নিচে আলোর বরফিকাটা বাতায়ন দেখতে
আর কতদিন দাঁড়িয়ে থাকবো এভাবেই যজ্ঞের বেলা যায়
জাহ্নবী তোর মন্ত্র ফিরিয়ে নে

গ্রাউণ্ড স্টেশন   শুনুন

লম্পট ঈশ্বর দমকলের পাগলাঘন্টিতে বসে আছেন
রুপোলি লাভা এবং নির্ভীক রাশিচক্র ছাপিয়ে ওঠে
মর্মরস্তম্ভের অহংকার
ভাঙাদণ্ড এবং থেতলানো মগজ নিয়ে রোজ শহরের লাস্টবাসে
বাড়ি ফিরে আসা/আমাদের ভালোবাসার ওপর ট্র্যাফিক পুলিশের
লাল আলো ফেলে গোয়েন্দা তল্লাশী/কিংবা গায়ত্রীমন্ত্রে
হেলান দিয়ে মোজায় চোরকাঁটা খুঁজে বের করা/কিংবা তন্নিষ্ঠ
কোন মহিলার নামে বাড়তি একটা যাত্রীটিকিট কাটা
সব ছাপিয়ে গেলে সামনের আসনে
তলোয়ারের মতো কোন মৃদু কোমল ছায়া
স্বাস্থ্যপানের মুহূর্তে হাতে থাকে না

গ্রাউণ্ড স্টেশন   শুনুন
ঈশ্বর এবং আমাদের ভালোবাসা মাটি খুঁজে পাচ্ছে না অবতরণের
রাণ্দি নেই   কে এই ছেঁড়াখোঁড়া জ্যোৎস্না রিফু করে দেবে
এবার নুন দিয়ে 'ফলিডল' খেতে আমাদের আর
কোনদিন ভুল হবে না
এখন যুদ্ধের সময় নয় তবু জানলার নিচে একটা কালো বেড়াল
গলা কাঁপিয়ে কাঁদলে/পেন্সিলহাতে সদর রাস্তায়
টুলের ওপর বসে/আমাদের নোট নিতে হয়
অনেক সাংকেতিক দুঃখ
আকাশে আগুনের একটা আঙটি ঘুরতে ঘুরতে
ডেকে যায়   গ্রাউণ্ড স্টেশন   গ্রাউণ্ড স্টেশন
জরুরী হ্যাংগার চাই আত্মসমর্পণের
কার হাতে সেই অবধারিত সোনার চাবিকাঠি
কে এই ছেঁড়াখোঁড়া জ্যোৎস্না এবং জরুরী অহংকার রিফু করে দেবে
•
পাগলাঘন্টিতে বসে আছেন লম্পট ঈশ্বর

নিঃস্ব

আগুন মাড়িয়ে আসছি আজন্ম অহে রাখাল কস্তাপাড় নদী কতদূর
কোথায় আত্মবিশ্লেষণের মতো প্রগাঢ় পাকুড়
গভীর নেপথ্য দৃশ্যে পরিচিত কণ্ঠস্বর বুকের ভেতরে
কতদূরে মৃদু করতালি
কার ধৈর্যে জলের ঠিকানা ছিল মৌন মুথা শুভ আমলকী
কার ভালোবাসার উঠোনে ধানের ছড়া এবং অমল শৃংখলতা
আমার জন্যে কি কোন নারী মাঘমণ্ডলের রাতে
ভাসিয়েছিল তার ব্রতের প্রদীপ

আমি একটা জ্বলন্ত সাঁকোর বাজু ধরে '000 কিলোমিটার
কোন খড়িওঠা থামের কাছে ছিল না আমার সঠিক জন্মপরিচয়
মাথার ওপর ক্রুদ্ধ দুপুরের কাক
ডাইনে বাঁয়ে জন্মপূর্বের হলুদ আগুন
আগুন মাড়িয়ে আগুন মাড়িয়ে মাড়িয়ে
আমাকে কি সূর্যের ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে
আরেক '৩00 জন্ম '000 মৃত্যু
কোন্ সুচেতনা নদীর কাছে রেখে আসবো
আমার আত্মবিশ্লেষণের পুরাতন অঙ্গার

ক্ষুধার্ত নেকড়ের চোখে মেঠো আগুন কেমন বেখাপ্পা জ্বলে ওঠে
রক্তনীল এই দ্রাঘিমারেখা মাড়িয়ে আমি
কোন্ সুরসুন্দরীর কাছে হেঁটে যাবো
কার মৌল বিশ্বাসের উপকণ্ঠে সবুজ সূর্যের উজ্জ্বল রাজ্যপাট
'000 বুলডোজার আমার নীলশিরার ওপর দিয়ে ছুটছে আজন্ম
অহে রাখাল কস্তাপাড় নদী কতদূর

ব্ল্যাক-আউট

ডাক্তারখানার পাশে সুখ নেই নরম মাটিতে কিছু ঘাস
নিজেকে যথেষ্ট খুলে গুঁড়ো করবার মতো দীর্ঘ অবকাশ
শোলার টুপির মতো পুরনো বসতগুলো ভেঙে যাচ্ছে
অদলবদল হচ্ছে সব কিছু
দরজায় দরজায় নতুন নেমপ্লেট লাগছে হাতুড়িতে ভেঙে যাচ্ছে
মানুষের ভাগ্য ভালোবাসা
ঝাউতলায় দীর্ঘবেলা গড়িয়ে গেলেও ঘর গোছানো হয়না রাণুদির
এ বছর নতুন ছাতা না হলে বর্ষায় কিছুতেই ঠেকানো যাবে না

ছেঁড়া পুরনো রুমালে বেঁধে রাখা যায় না হে স্মৃতি স্বপ্ন ভালোবাসা
হাত বদল করলেই রোমকূপের কালঘাম শুকোয় না বারুদে বাতাসে
দ্যাখোনা খেজুর গাছে ঘেয়োচাঁদ কেমন সহজে চলে যায়
সৌজন্যের দূষিত দখলে
নতুন মেয়েরা তবু খেলা করে খোলামেলা আগুনের হ্রেষার মতন
বুকের ভেতর থেকে বেহালার ছড় টেনে যতই চিৎকারে রক্ত ছোটে
শাঁখের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে
চন্দনধূপের মতো গোলাপী সায়ার লেস
ঝুলবারান্দায় নামলো না
ঝাউতলার দীর্ঘবেলা গড়িয়ে গেলেও ঘর গোছানো হয়না রাণুদির
সাবানের জলেধোয়া প্রেমপত্র বাতিল ভ্রমণসূচি আগমার্কা প্রতিশ্রুতি
পুরনো ড্রয়ারে সব থাকে
থাকেনা রাস্তার কলে মিউনিসিপ্যালিটির ঘড়িবাঁধা উদাসীন জল

হা বিষাদ হা আমার ভালোবাসা

তুমি হাতের মুঠো খুলে আমাকে হাজার মাইল
ক্লান্ত অন্ধকার দেখিয়েছিলে
এবং হিজিবিজি নদী
আমি এত পরাজয় নিয়ে কি করবো এবং একবৃষ্টির চোখের জল
কার হাতে দিয়ে যাবো তিনপুরুষের তেরোমাত্রার উত্তরাধিকার
হা বিষাদ হা আমার ভালোবাসা
শ্যাওলায় জমে উঠছে প্রতিবেশীর স্নানের পুকুর
রোজ অবেলায় আমাকে তাতে চোখ-কান বুজে
একটা ডুব দিয়ে নিতে হয়
তোমার একজানালা ভালোবাসার ভেতর

সুখদুঃখের ঢালুপথে সুপুরিগাছের ছায়ায় দেখা হলে বুক ছিঁড়ে যায়
জীবনের গভীরতা মাপতে গিয়ে আপাদমস্তক পাঁক মেখে উঠে আসি
আঁজলায় আহ্নিক মন্ত্র ভরে ভ্রষ্ট বটের ডালে সূর্যকে খুঁজি
নিয়াখিয়া অন্ধকারে হারিয়ে যায় আমার উদ্দেশ্যহীন বংশলতিকা
সমস্ত পৃথিবীর ঢালুপথ দিয়ে লাইনছুট্ একটা ধূসরতা
হামাগুঁড়ি দিয়ে চলে যায় কাঁদতে কাঁদতে···
কাঁদতে কাঁদতে···

মাঠ মৃত্যু আগাছার জঙ্গল পেরিয়ে
শ্মশানের কাঠ-কয়লায় লেখা আমার নামঠিকানা
এবং প্রবেশপ্রস্থান
এত পরাজয় নিয়ে আমি কি করবো এবং একবৃষ্টির চোখের জল
কার হাতে দিয়ে যাবো আমার তিনপুরুষের তেরোমাত্রার উত্তরাধিকার
হা বিষাদ হা আমার ভালোবাসা

অগুরুর গন্ধ ডেথ-সার্টিফিকেটে

শব্দের ওপর পা ফেলে একসময় তুমি হেঁটে আসতে
অন্ধকার নদী পেরিয়ে
তোমার হাতের ওপর দুলতো নরম কলমীডগার মতো শিল্পমেদুর আকাশ
তুমি ইচ্ছেমতো সাজিয়ে নিতে তোমার সকালসন্ধেদুপুর
রোদে ফুটতো ফুল অন্ধকারে ভাসতো অগুরুর গন্ধ
আজকাল এসব কারো নোটবুকে লেখা থাকে না
না কারো ডেথ-সার্টিফিকেটে
জন্মান্তরের শুঁড়িখানায় ফেলে আসি চোখের-জলে-ভেজা
আমাদের ভালোবাসার রুমাল

এখন কারো মনে পড়ে না আমাদের সাবেককালের চেহারা
আমরা আমাদের পরিচিত প্রোফাইলগুলো
ধারালো নখে আঁচড়িয়ে মুচড়িয়ে দুবেলা বদলে নিচ্ছি সুবিধেমতো
গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছি ভালোবাসার নামে
জানো কেউ আর আমাদের বিশ্বাস করে না দূর ছাই
ভালোবাসার শব্দগুলোর মাথায় ঘাস উঠেছে অনাস্থাসূচক
নিশান ওড়ায় তোমার আমার শত্রুসেনা জীবনমৃত্যুর ব্যবধানে আর
হাওয়ায় ভাসছে অগুরুর গন্ধ পৃথিবীর শেষ ভালোবাসা
আমাদের সারাদিনের সারারাতের ডেথ-সার্টিফিকেটে

আমাকে তোমার খালি কমণ্ডলু দিয়ে গ্যাছো

তুমি আমাকে তোমার খালি কমণ্ডলু দিয়ে গ্যাছো পিতামহ
সারাগ্রীষ্মে আমি তোমার আমলকীবৃক্ষে
একফোঁটাও জল দিতে পারিনি

সিংহের রুক্ষ কেশরে আমার সমস্ত উত্তরাধিকার নিকুচি হয়ে গ্যাছে
নোনাধরা প্রাচীরের পাশে তোমার গায়ত্রী মন্ত্র
এবং গলার রুদ্রাক্ষের মালা হারিয়ে যায় কোথায়
তুমি আমাকে তোমার খালি কমণ্ডলু দিয়ে গ্যাছো

তোমার দুই ভুরুর মাঝখান দিয়ে যে প্রকৃতি-প্রত্যয়
আকাশ স্পর্শ করেছিল
আমি তাকে ভূর্জপাতার মতো গুঁড়ো হয়ে যেতে দেখলুম
আমি আমার বিপন্ন স্মৃতির লৌকিকতায়
পারিনি জাতিস্মরের কুয়ো খুঁড়তে

মূঢ় আগাছায় ফুল ফুটলে সবুজ বনস্পতির বসনভূষণে লাগে ঝড়
অপর্ণা মেয়েরা চুল খুললে সোনালী ভ্রমর ঝাঁপিয়ে পড়ে আকাশে
এখন যে যার ঘরে ফেরার সময়
আমার হাতের মুঠোয় শুকনো কমণ্ডলু আর রক্তচন্দনের গন্ধ
চোখের সামনে তোমার আমলকীবৃক্ষ শুকিয়ে যাচ্ছে পিতামহ

আমাকে এ তুমি কোন অপদেবতার কাছে বন্দী রেখে গ্যাছো

রাইফেলের নলের মুখে

আমার রাইফেলের নলের মুখে একটা উল্লুক
তোমাকে আড়াল করে সব সময় পা ঝুলিয়ে বসে থাকে
আমি দেখি আমাকে দেখতে হয়

গরম টিনের চালের ওপর দিয়ে একটা কালো বেড়াল
রোজ দুপুরে আসে যায়
ঢেউতোলা ইটের পাঁচিলে তার তরল ছায়া
শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেতে যেতে
হাফ-স্বর্গের উঠোনে সিমমাচায় সিম এবং
শুকনো খড়িওঠা বাঁশের গায়ে লতিয়ে-ওঠা
চিকন ভালোবাসা
অনাথাশ্রমের মেয়েদের মতো
রোদ্দুর আর জলবাতাসের এলোমেলো ঘর-বদলানো

ছেঁড়া কম্বলের ভেতর দিয়ে আমাকে এসব আনুপূর্বিক দেখে নিতে হয়
সেই চোখ চোখের ওপারে কালো শ্যাওলার অরণ্য এবং
একটা প্রাগৈতিহাসিক গম্বুজ
যার সারাগায়ে ঘুঁটে আর ঘটনার হাজার প্রস্থ বিজ্ঞাপন
তোমার পিঠে হেলান দিয়ে বসে থাকে অন্ধকার
আর আমার চোখে সারাগ্রীষ্মের উদ্দেশ্যহীনতা
আমাকে হামাগুড়ি দিয়ে ভয়ের কাঁটাতার পেরিয়ে যেতে হয়
তোমার মুখ দেখতে আমি ঘামতে থাকি
সূর্যের ভেতরে একটা উল্লুক
তার থাবার অচেনায় পৃথিবীর জন্মপর্বের অহংকার

আমি তার তীক্ষ্ণ আঙুলের ভেতর
রাইফেলের ট্রিগারটা ঘুরিয়ে দিয়ে
দমবন্ধ করে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি অনাদি অনির্দিষ্ট কাল

কাঁচের টুকরোগুলো রক্তের ভেতর

গেরস্তালির টানাহ্যাঁচড়ায় তালপুকুরের জল ফেঁসে গেলে
বিকেলে বৃষ্টির জলে গর্বিত শালিক স্নান করে ডানা ঝাড়ে
সকালের স্বাধীন বাতাস কথা ফিরিয়ে নেয়
জটাধারী সন্ন্যাসি প্রান্তর
বিবর্ণ ভুরু থেকে পাকুড়গাছের ছায়া হলুদ হয়ে খসে পড়ে
ভালোবাসার মতো
বুকের ওপর থেকে সরে যায় বিশল্যকরণী আকাশ
শুধু স্বগত টিনের চালে সূচিমুখ বৃষ্টি পড়ে
শুধু অ্যাকোয়ারিয়ামের জলে বাল্যস্মৃতি খেলা করে
শুধু তুমি হাত গলিয়ে ফেলে দাও
সকালবেলার শুকনো জুঁইফুল শুধু
পাইনবনে পরিত্যক্ত প্যাগোডার মতো চোখ তুলে তাকায়
একটা শীতকাতুরে হরিণ শুধু
হাতের জলের গেলাস মাটিতে পড়ে ভেঙে যায় ভরসন্ধেবেলায়
আর তার কাঁচের টুকরোগুলো রক্তের ভেতর
এক গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে জন্ম জন্ম হাঁটে

বুকের কার্নিশে দাঁড়িয়ে আছি

আমি দুবেলা তোমার শ্বেতপাথরের বুকের কাছে
খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে অসংলগ্ন
ছায়ার মতো ভেঙে পড়ি
সভ্যতার মগ্নবটের নিশ্বাসের নিচে দাঁড়িয়ে
আকাশে চোখের জল সমর্পণ করে আসি
বুকের বোতাম-হোলে ঝোলাবার মতো
কোন ঈশ্বরীর পট মুক্ত থাকে না
আসন্ন সন্ধ্যায় আমি কুলটা নদীতে
কুলকুচো করে বাড়ি ফেরার সময়
পথ হারিয়ে ফেলি
অন্ধকারে চিনতে পারি না
কে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী
আমি কার বুকের চন্দন থেকে
পবিত্র মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে ছুটে যাবো
প্রায়ান্ধকার সংক্রান্তির দিকে

খোঁড়াতে খোঁড়াতে তোমার শ্বেতকরবীর বনের ধারে
ধুলোর ওপর বসি
কখন আমাকে তোমার শ্বেত-পাথরের বুকের ভেতর
অক্ষত সূর্যোদয় দেখাবে প্রতিশ্রুতিমতো

উড়ন্ত কার্পেট

এলোমেলো ঝড়জলে পথ থাকে পথে বুনো হাওয়া বনান্তরে
ঘর থাকে ঘরে
শুধু   উদ্‌গ্রীব গাছেরা ছোঁ নাচে মাদল বুকে ধান ভানে
দুঃখবোধ বাজায় মন্দিরা
এ কেমন বেশবাস নাকি মসলিনে
সাহসী পুরুষদের দেখাও শরীর
শরীর দেখাও তুমি বুক ধসিয়ে দুঃখে দুঃখে বসাও প্রাচীর
খর নখে উসকে দাও গভীর হলুদ লাল বনের আগুন
ছারখার হয়ে যায় নিঃসঙ্গতা সূচীপত্র বুকের বাকল
তারপর শব্দহীন নরম জ্যোৎস্নার জলে পা ডুবিয়ে চলে যাও
গৃহস্থ ইজেলে

আঁকো সৃষ্টি   আঁকো উড়ন্ত কার্পেট
আঁকো   বুকছেঁড়া মাধবীমঞ্জরী
এ সব নিসর্গ দিয়ে ঢেকে রাখো খোলামেলা বুক
সূক্ষ্ম হাতে পরাও হাড়ের মালা (তুমি এত জানো)
তারপর অনায়াসে হাঁটুর কাপড় তুলে পার হয়ে যাও ধ্বনি
ধ্বনি থেকে শব্দ   শব্দ থেকে বাক্যের বিষাদ

তবু দুঃখী অন্ধকারে কলার থোড়ের মত শাদা ঊরু
বিজ্ঞাপনে পেতে
পদ্মপত্রে জল ঢেলে খেলা করো   মনে জনান্তিকে
পোড়াও সুন্দরী কাঠ দারুশিল্পে হরিণের চিতা
ঝড়জলে পথ থাকে পথে   বুনো হাওয়া বনান্তরে
ঘর থাকে ঘরে
আমার চোখের জলে তুমি শুধু রেখে যাও শিল্পকলা
উড়ন্ত কার্পেট

গায়ের চামড়া খুলে রেখে লেখা কবিতা

বুকের ওপর পুরাতন প্রশ্রয়ের মতো বারোয়ারি আকাশটা ফেঁসে গেলে
একবার সবাইকেই খুব শুচিসম্মতভাবে ফিরে যেতে হয়
ভালোবাসার কাছে

এখন তো বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে বসেছো হে
সপ্তাহে কদিন ম্যাটিনি শো-তে বুক হালকা করতে যাওয়া হয়
বুক হালকা হয়না অথচ চোখের রেটিনা থেকে
সরে যায় সব উদাসীন ছবি
আমি সরে আসি আমার ছায়ার ভেতর   আমি পা দোলাই
আমার ঘরের ভাঙা পাঁচিলে বসে   হাওয়ায় ফুল ফুটলে
বুকের ভেতর কেঁপে উঠি   অভ্যেসমতো খুঁজি পুরাতন প্রশ্রয়
ছোঁ মেরে নেমে আসে আমার বিষাদ   আকাশপাতাল দুঃখ

মনে পড়ে   এই পৃথিবীর কারো রক্তবাহী শিরায়
আমি একদিন ঘর বেঁধেছিলাম
ঘরের দেয়ালে গাছ উঠলে যখন হিলহিল করে কেঁপে যায়
মেঘবহুল আকাশ
তখন একবার সবাইকেই খুব শুচিসম্মতভাবে
ফিরে যেতে হয় ভালোবাসার কাছে
খুব ভোরে বাসি কাপড় ছেড়ে ফুল তুলতে যাবার মতো
শিশিরে পা ধুয়ে নদীকে ছুঁয়ে আসার মতো   কিংবা
গায়ের চামড়া খুলে রেখে কবিতা লেখার মতো

ঈশ্বর নামবেন নজর রাখুন

নজর রাখুন   বুকটান জ্যোৎস্নায় ঝাঁকঝাঁক প্যারাস্যুট নামছে
তরতাজা ভালোবাসা

সারাপৃথিবী জুড়ে বইছে বয়ঃসন্ধির হাওয়া
বর্ণভীরু বালিকার চোখে লাগছে চীন সমুদ্রের ঝড়
ডেটলাইনে ফেটে গ্যাছে ঠাকুমার নিকোনো আকাশ
কোজাগরী পূর্ণিমায় আমাদের নষ্টবুকে   একদিন
লক্ষ্মীর আসার কথা ছিল

নজর রাখুন   আমাদের ঘরের ভেতর দিয়ে জ্যোৎস্নায়
তুলকালাম জেব্রার স্রোত ছুটে যাচ্ছে
হা হা বাতাসে পাগলাঘন্টি   সুদূর গম্বুজ থেকে
বাইবেলের অমৃতসমান গস্পেল
নামছে ভিয়েতনামের ধানক্ষেতে
ঠাকুমার নিকোনো আকাশ ফেটে গিয়ে বুকটান জ্যোৎস্নায়
মাতাল ঈশ্বর হয়তো নামবেন এরপর   নজর রাখুন

আলো জ্বালবেন না

পশ্চিমের ঝুলবারান্দা থেকে খুলে নাও তোমার বাটিকপ্রিন্টের শাড়ি
এ শহরে এটা মানায় না   দেখছোনা   পাশের বাড়ির
ছাদের মাথায় বসে ছবি আঁকছেন গগনঠাকুর
দিন চলে যাচ্ছে পাঁচিল টপকে গাজনতলার মাঠের ওপর দিয়ে
ঘাটের কোমর ছাপিয়ে উঠেছে সবুজপ্রস্থের রুদ্ধ শ্যাওলা
হাতের সাক্ষীকবচে লোড-শেডিং-এর ব্ল্যাক-আউট
কোনকিছু না ভেবেচিন্তে এখন লাইটপোস্টে ঝুলিয়ে রেখোনা
তোমার ব্লাউসরঙের বিজ্ঞাপন

আমার ভাল্লাগেনা তোমার এই ফুটপাত আঁকড়ে তামাসা করা
তুমি জানোনা এ শহরে এটা মানায় না   দেখছোনা
সবাই চিৎকার করে বলছে   আলো জ্বালবেন না   আলো জ্বালবেন না
মহাদেবের বুকে কান পেতে শোনো কেমন কেঁপে কেঁপে বাজছে
কতকালের কান্নারঙের সাইরেন
পুরনো কার্পেট গুটিয়ে নিয়ে দিন চলে যাচ্ছে
গাজনতলার মাঠের ওপর দিয়ে

এ সময়ে সব চতুর ছায়ারা প্রবল নিঃশব্দে ভেঙে ভেঙে পড়ছে
ঢেউতোলা ছাদের ওপর
বনঝাউর পাতাগুলো খুব গভীর হিসহিস শব্দ করে উঠছে
আলো জ্বালবেন না   আলো জ্বালবেন না
আর আলো নাইবা জ্বাললে   পশ্চিমের ঝুলবারান্দা থেকে
খুলে নাও তোমার বাটিকপ্রিন্টের জবরদখল
এ শহরে এটা মানায় না   দেখছোনা   পাশের বাড়ির
ছাদের মাথায় বসে ছবি আঁকছেন গগনঠাকুর

ভালোবাসার ছেঁড়া নিশান

অনেক কিছুই চাই আমার অনেক কিছুই
গোলাবাড়ির চনমনে রোদ নকশীকাঁথার শালুক পুকুর
কৌটোভরা দুঃখ এবং অমানুষিক ভালোবাসা
ভালোবাসা ভালোবাসা ভালোবাসার কূল মেলে না
বেগনীডানার নদীর ধারে সিঁদুরে বল গড়িয়ে গেলে
বুকের ভেতর তিতির পাখির চিতিয়ে-ওঠা ডাক আসে না
আমি এখন অসুখবিসুখ বালির মতন
লবণজলে ডুবতে পারি
আমি এখন হ্রদের ধারে কুরচিবরণ চাঁদের আলোয়
অদলবদল মরতে পারি

অনেক কিছুই চাই আমার অনেক কিছুই
জাতিস্মরের বর্ষাতি আর পিতামহের ছেঁড়া কাঁথা
কলসভরা কড়ির মতো দুঃখ এবং জৈত্রীগাছের চিকন ছায়া
হলুদবনের পাতার ভেতর লুকিয়ে-পড়া যুবক বয়স
চোরাগোপ্তা হোঁচট ব্যথা চোখের ওপর ডালভাঙা ক্রোশ
কিশোরকালের নিপাট রুমাল এবং এমনি অনেক কিছুই
অনেক কিছুই চাই ভোরের শিউলি ফুলের ভালোবাসা
ভালোবাসা ভালোবাসা ভালোবাসার কূল মেলে না

এখন আমি কেয়াপাতায় বিহানবেলা রাখতে পারি
এখন মূঢ় অভিমানে ঢাকতে পারি বুকের ধ্বনি
মাঠের ধারে ফের পুঁতেছি ভালোবাসার ছেঁড়া নিশান
চোখের জলে রেখে আসি খড়িওঠা বুকের ভাসান
এখন কাছের দূরের দৃশ্যে নদীর উদাস ফিরে আসা
এপার ওপার প্রস্থ জুড়ে ছাপিয়ে ওঠে ভালোবাসা

ভালোবাসা ভালোবাসা ভালোবাসার কূল মেলে না

বীজ বুনতে দেরি হয়ে যাচ্ছে

ঘরের অগ্নিকোণের দরজাটা এভাবে আড়াল করে
দাঁড়িয়ে থেকোনা তুমি
আমার নিজেকে ভীষণ প্রবাসী মনে হয় সূর্যপাটের বেলায়
তোমার সমকোণে দাঁড়াতে গেলেই কলজেফাটা উৎকণ্ঠা
অনশ্বর একটা জ্বালা দপদপ করে তোমার রঙীন নখের ডগায়
অমন তেরছা চোখে ছুঁড়ে মেরোনা তোমার
লোক-পরম্পরিত আমন্ত্রণ
আমার বুকের ভেতর ঘাম ঝরছে
হৃৎপিণ্ডের ওপর ঘাম ঝরছে
ঘাম ঝরছে খুব অমায়িক ভাষায়

দ্যাখো বেগুনক্ষেতে মাটি কোপায় জগৎমাঝি
কপালের কাছে প্রবল সূর্য দাঁড়িয়ে তোমার নাড়িনক্ষত্র
সব তো আমার জানা
এখন ভুরু বাঁকাবার সময় নেই
কিংবা দাঁত দিয়ে নখ কাটার
দেখছো না বীজ বুনতে দেরি হয়ে যাচ্ছে এ বছর ঘরের দিকে
ফিরে আসছে সব অশ্রুকাতর নদী এবং
বুককাঁপানো ভিখিরি মেঘের দল

এখন ঘরের অগ্নিকোণের দরজায় অমন করে
দাঁড়িয়ে থেকোনা তুমি
বাঁকিয়োনা তোমার সন্ধ্যাসকাল ভুরু
ক্যালেণ্ডারের পাতায় এখন সকলেরই বেশ পরিণত বয়সকাল
দেখছো না বীজ বুনতে দেরি হয়ে যাচ্ছে এ বছর

নর্মদা আর কতদূর

পেছন ফিরে দেখি পুরনো বন্ধুরা সব কণ্টকিত গাছ
আর ভালোবাসাহীন করুণ পাথর হয়ে গ্যাছে
সামনের দিগন্তরেখা চালকহীন গোরুরগাড়িসমেত
হঠাৎ ডুবে যায় রহস্যময় বৃষ্টির আড়ালে
মাথার ওপর আকাশ ভুরু বাঁকিয়ে প্রশ্ন করে
কী হে আর কতদিন চলবে এভাবে

নাহ্ একে চলা বলে না

চলে না এই সাড়ে তিনহাত জন্মার্জিত দুঃখ
খানাখন্দে নেমে যায় বাইশ বছর/তিরিশ বছর বয়েস
বাইরে পৃথিবী ছুটে চলেছে ঝোপঝাড়
বনবাদাড় দাপিয়ে অভ্যেসমতো
হৃদয়হীন বেসিনে নিজেরই রক্তের ছিটেফোঁটা
দেখতে দেখতে রাত কেটে যায়
এসময়ে দক্ষিণের বাতাস ভালো নয়
খুব ভালো নয় করমচার ডালে মাঝরাত্তিরের বৃষ্টি
অদৃশ্য শিরায় বড়ো টান পড়ে বুকের ব্যথাটা
আচমকা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে বুকের ভেতর
গলাটাকে খামচে ধরি যথাসাধ্য চিৎকার করার আগে
এখন আমার কঠোরতম আত্মশাসন
রহস্যময় বৃষ্টির আড়ালে নেমে যায় দিগন্তরেখা
চালকহীন গোরুরগাড়িসমেত
বেসিনে নিজেরই রক্তের ছিটেফোঁটা

নর্মদা আর কতদূর